কমলে কামিনী

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত ঃ

প্রথম অভিনয়—৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪১, বাসন্তী সপ্তমী

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম. এ.

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশক—
বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
১২, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

— দাম এক টাকা —

ফাইন আর্ট প্রেস,
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীরাধারমণ দাস কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

জীবন সেন
সুধীর বোস
কমলেশ মৈত্র
কিরণ সেন

আর যে সব বন্ধুরা ছেলেবেলায়
আমার সঙ্গে অভিনয় করেছেন

এবং

বীরেন ব্যানার্জি
উপেন রায়
রজত দাশগুপ্ত

আর যে সব বন্ধুরা আমার ছেলেবেলার
লেখা ও অভিনয়ের অনুরাগী ছিলেন—
তাঁদের অর্পণ করলুম।

মহেন্দ্র গুপ্ত

যাঁরা এমেচার ক্লাবে এই নাটক অভিনয় করবেন :

যাঁরা এমেচার ক্লাবে আমার নাটক অভিনয় করতে চান্ কিন্তু নাটকের অন্তর্গত দৃশ্যপটের জাক্‌জমকের জন্য সব সময় অভিনয় করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না, তাঁদের কাছ থেকে আমার Suggestion-এর জন্য মাঝে মাঝে চিঠি পেয়ে থাকি। এবার তাই "কমলে কামিনী" সম্বন্ধে তাঁদের দু একটী কথা বলছি। কমলে কামিনীর Trick Scene মাত্র দুটী, প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য এবং তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য।

(১) **প্রথম অঙ্ক ; চতুর্থ দৃশ্য**—"শুনে রাখো ব্রাহ্মণ, রাধা ওখানে নেই ; যাও, নিয়ে যাও—" অভিরামের এই কথার পর প্রথম অঙ্কের ড্রপ দেওয়া চলে। পরবর্ত্তী অংশ বাদ দিলে Trick Scene বাদ পড়ে এবং নাটকের কোনো ক্ষতি হয় না।

(২) **তৃতীয় অঙ্ক ; চতুর্থ দৃশ্য**—ঘাতক শ্রীমন্তকে খড়্গাঘাত করতে প্রস্তুত হ'ল ; অমনি Black Out করুন, সেই ফাঁকে শ্রীমন্ত প্রস্থান করুক এবং মশানের Scene Shift করে সমুদ্রের Scene দেখান। ধনপতি অঞ্জলী দিলে শ্রীমন্ত Wingsএর ভিতর থেকে প্রবেশ করুক। কমলে কামিনী মূর্ত্তির মুখে কথা না দিয়ে পটের মূর্ত্তিও দেখান চলে।

সংগঠনকারীগণ

সত্ত্বাধিকারী	শ্রীসলিলকুমার মিত্র বি, কম্।
অধ্যক্ষ	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মিত্র
পরিচালনা	শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম, এ
মঞ্চশিল্পী	শ্রীপরেশচন্দ্র বসু
সুরশিল্পী	শ্রীঅমর বসু (এঃ)
নৃত্যশিল্পী	শ্রীব্রজবল্লভ পাল
মঞ্চতত্ত্বাবধায়ক	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
রূপসজ্জাকর	শ্রীনন্দলাল গাঙ্গুলী
আলোক সম্পাতকারী	শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ
এম্প্লিফায়ার বাদক	শ্রীদুলাল মল্লিক

যন্ত্রীসঙ্ঘ

শ্রীবিদ্যাভূষণ পাল
শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য
শ্রীমথুরামোহন শেঠ
শ্রীললিতমোহন বসাক
শ্রীবনবিহারী পান

প্রথম অভিনয় রজনীর

পাত্র পাত্রী

মহাদেব	শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
শ্যামল কিশোর	শ্রীমতী শেফালি
শালিবাহন	শ্রীজয়নারায়ণ মুখার্জ্জী
ধনপতি	শ্রীবঙ্কিম দত্ত
জনার্দ্দন বাচস্পতি	শ্রীভূপেন চক্রবর্ত্তী
শ্রীমন্ত	শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায়
অভিরাম	শ্রীবিমল ঘোষ
শীলভদ্র	শ্রীপান্নালাল মুখার্জ্জি
মহাকাল	শ্রীমিলনকুমার
কীর্ত্তিবাস	শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য
কালু	শ্রীরঞ্জিৎ রায়
বর্ত্তুল	শ্রীমুরারী মুখার্জ্জী
প্রধান নাগরিক	শ্রীউমাপদ বসু
পুরোহিত	শ্রীগোষ্ঠ ঘোষাল
জল্লাদ	শ্রীগোপাল
অন্যান্য ভূমিকায়	বিষ্ণু সেন, নলিন বাগ, সন্তোষ মুখার্জ্জী কেষ্ট দাস, অনিল রায়, শৈলেন, নরেন, সুবোধ প্রভৃতি।
চণ্ডী	মিস্ লাইট
পদ্মা	শ্রীমতী তারকবালা
ব্রজরাণী	শ্রীমতী দুর্গারাণী

খুল্লনা	শ্রীমতী রাধারাণী
রাধা	শ্রীমতী ঊষা দেবী
শীলা	শ্রীমতী লক্ষ্মী
শ্যামলী	শ্রীমতী ইরা
অন্যান্য ভূমিকায়	সরসী, বীণাপাণি, লীলাবতী, রাণী, আশা, পুষ্প, রবি, পারুল, শান্তি, মৃণাল প্রভৃতি।

চরিত্র পরিচয়

মহাদেব, শ্যামল কিশোর।

ধনপতি শ্রেষ্ঠী	উজানীর বণিক
শ্রীমন্ত	ঐ পুত্র।
বিক্রমকেশরী	গৌড়বঙ্গেশ্বর।
জনার্দ্দন বাচস্পতি	উজানী বিদ্যায়তনের আচার্য্য।
অভিরাম শীলভদ্র	ঐ শিষ্য (ছদ্মবেশী সিংহল-সেনানী)
শালিবাহন	সিংহলেশ্বর
মহাকাল	ঐ সেনাপতি
বর্ত্তুল	ঐ বয়স্য
কীর্ত্তিবাস	মাঝি
কালু	ঐ পুত্র

সৈনিক, নাগরিক, জল্লাদ প্রভৃতি।

*

চণ্ডী, পদ্মা।

খুল্লনা	ধনপতির স্ত্রী।
রাধা	জনার্দ্দনের কন্যা।
শীলা	সিংহল রাজকন্যা।
ব্রজরাণী	শ্যামল কিশোরের সেবিকা।
কাদম্বরী	কালুর স্ত্রী।

সখিগণ প্রভৃতি।

কমলে কামিনী

—————:০:—————

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কৈলাসের পার্ব্বত্য উপত্যকা।

দেববালাদের গীত।

সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে,
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোঽস্তুতে !
জয় জয় দেবী মঙ্গল চণ্ডী, জয় জয় শিব জায়া,
জয় নিত্য সনাতনী গৌরী নারায়ণী
নমো নমো মহামায়া !
মত্ত দানব কুল অত্যাচারে
কাঁদিছে নিঃস্ব ধরণী
মুক্ত করিতে তারে দৈত্য করে
জাগোহে বিশ্ব-জননী !
হিংসা দ্বন্দ্ব হউক লয়
সাম্য মৈত্রী লভুক জয়
দেহগে মন্ত্রশান্তিময়
চণ্ডিকে বরাভয়া !

———

চণ্ডী। পদ্মা—

পদ্মা। দেবি—

চণ্ডী। প্রস্তুত হয়েছ তুমি ?

পদ্মা। আমি তো প্রস্তুত দেবি,—
অজীন বল্কল আদি ছদ্মবেশ লয়ে
পর্ণশালা দ্বারদেশে প্রতিক্ষিছে জয়া ও বিজয়া।
চল দেবি, সে সকল করিবে ধারণ।

চণ্ডী। চলো পদ্মা,—লব ছদ্মবেশ।
পূর্ব্বে তার ভগবান আশুতোষে প্রণমিয়া আসি—

(শিবের প্রবেশ)

শিব। আশুতোষ আশু তুষ্ট হন—
তুষ্ট যদি তাঁর প্রতি রহেন পার্ব্বতী।
তাই দেবি, পরিতৃপ্তা করিতে তোমারে—
স্মরণ করিবা মাত্র ভোলানাথ এসেছে আপনি।
কহ মহাদেবি, কোন কার্য্য সাধিব তোমার ?

চণ্ডী। প্রভু, চলিয়াছি মর্ত্ত্যলোকে, সহচরী পদ্মার সংহতি,
মম পূজা করিতে প্রচার।
ভোলানাথ, তুমি প্রভু, কর আশীর্ব্বাদ !

শিব। পূজা লবে ! চণ্ডীপূজা ! হঁ্যা-হঁ্যা—
মনে পড়ে যেন, চণ্ডীপূজা প্রচারের
ইতঃপূর্ব্বে একবার করেছিলে কত না প্রয়াস !

চণ্ডী। ব্যর্থকাম হয়েছি ঈশান !
ভক্ত তব উজানীর শ্রেষ্ঠী ধনপতি
সহিল আমার রোষে অশেষ দুর্গতি ;

সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর একে একে ডুবানু অতলে—
তবু পূজা দিল না আমারে !
কহে কিনা—নারী-দেবতার পায়ে প্রাণান্তেও দিবনা অঞ্জলি !

শিব। একি দেবি, অভিমানে কণ্ঠস্বর অশ্রু-গদ-গদ ;
ধারা বহে ব্যাপিয়া কপোল ! কি বিপদ !
ঈশানীর আঁখি জল কেমনে নিবারি !
দেবি, কত কোটী নর আছে মর্ত্ত্যলোক মাঝে ;
কি হেতু বলতো তুমি বাদ সাধ মম ভক্ত সনে ?

চণ্ডী। তব ভক্তে না পূজিলে পূজা মম হবে না প্রচার ;
রহিয়াছে তিন লোক সাক্ষী সম তার !
সেদিনও সে মর্ত্ত্যলোকে শিবভক্ত চাঁদ সদাগর
দিয়েছিল পদ্মের অঞ্জলী—
তাই হ'ল মর্ত্ত্যলোকে বিষহরি মনসার পূজা প্রচলন !

শিব। ও,—তাই বল ! শিবভক্ত সহ বাদ ; সেই হেতু এত আয়োজন !
ভাল—ভাল যুক্তি করেছেন—ঈশ্বরী শিবাণী !
কি বলহে পদ্মাবতী তুমি ?

পদ্মা। মহেশের বক্র উক্তি শুনগো চণ্ডিকা !
কথার উত্তর দিলে অমনি বলিবে সবে আমারে মুখরা !
শিবভক্ত সহ বাদ ! সিদ্ধি ভাঙ্গ ধুতুরার বীজে
মহোল্লাসে নেশা করে' ঢুলু ঢুলু চোখে
শব হয়ে সদাশিব ঘুমান শ্মশানে,
সংসারের কোন খোঁজ লন না কদাপি !
নাহি লন ভাল কথা ;
যারে তারে বর দিতে তবু কেন ঘটা—!

বর পেয়ে শিবভক্ত ব্রহ্মাণ্ডেতে যেই কালে ঘটায় প্রলয়
শিবাণী না সাধে যদি বাদ, শেষ রক্ষা কে করিবে শুনি ?

শিব। কোথা মোর কোন ভক্ত ঘটায় প্রলয় !

পদ্মা। তা যদি জানিতে ভোলা, দুঃখ ছিল কিবা !
সিংহলের অধিপতি শুনিয়াছি বরপুত্র তব—
অত্যাচারে তার—

শিব। সিংহলেশ শালিবাহ ! হঁ্যা……ভক্ত সে আমার।
তার অপরাধ ?

পদ্মা। প্রবঞ্চনা শাঠ্যনীতি দুর্ব্বলে পীড়ন—
নারীরূপা মাতৃকার ঘোর নিপীড়ন—
কত কব অপরাধ কথা !

শিব। পদ্মা ! আমিতো জানি না ! সত্য কহি ! কোন দিন—
কখনো দেখিনি—

চণ্ডী। কেমনে দেখিবে ভোলা ! চির উদাসীন—
করুণার বিগলিত অশ্রুজলে আবৃত নয়ন…
দেখনা ভক্তের ক্রটী—নাহি দেখ গুরু অপরাধ—
প্রেমানন্দে শুধু তুমি নাচিয়া বেড়াও।
তাই আজ জাগে পদ্মাবতী, তাই আজ জাগিয়াছে
আপনি চণ্ডীকা ! বিশ্বের মাতৃত্ব ধর্ম্ম করিছে ক্রন্দন ;
প্রয়োজন হল তাই—বিশ্বমাতা মূর্ত্তি উজ্জীবন !
চলিয়াছি মর্ত্ত্যে তাই—অসহায়া নিপীড়িতা
মাতৃত্বেরে করিতে রক্ষণ—।
বিশ্বনাথ, কর আশীর্ব্বাদ।

শিব। বিজয় লভিও চণ্ডি, করি আশীর্ব্বাদ,
মাতৃরূপে অধিষ্ঠিতা হও মর্ত্ত্যলোকে ;
মরজীবে শিখাও অপূর্ব্ব মন্ত্র—মাতৃত্ব মহিমা !
যাত্রাকালে শুধু এক প্রশ্ন জাগে চিতে—
ধরিবে কি মর্ত্ত্যভূমে পুনর্ব্বার দশ প্রহরণ—
যেরূপ ধরিয়াছিলে শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্য বধের কারণ ?

চণ্ডী। না। সাক্ষাৎ সমরে প্রভু, নাহিক কামনা—
তব ভক্ত সহ রণ—সে কারণ অভিনব রণপন্থা ;
অভিনব মম প্রহরণ।

শিব। কি সে প্রহরণ ?

চণ্ডী। মর্ত্ত্যের মানবে এক করিব আশ্রয় !
শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত সাধু এই যুদ্ধে মম প্রহরণ।

শিব। শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত ! তবু ভাল ;
আমি ভয়ে মরি—পূজা আয়োজন হেতু
চক্র শূল খড়্গ চর্ম্মে সাজে বুঝি রুদ্রাণী চণ্ডীকা
অস্ত্রসজ্জা করিবে না তবে—
নাহি হবে জীব-রক্ত পাত ?
চণ্ডী পূজা প্রচারের উপলক্ষ হবে—
ভাগ্যবান পুণ্যবান কীর্ত্তিমান মানব শ্রীমন্ত !

দ্বিতীয় দৃশ্য

উজ্জানীর বিদ্যায়তনের বহিঃপ্রাঙ্গণ।

দুটী রুদ্ধ বাতায়ন, মুক্তদ্বারের সম্মুখে প্রশস্ত সোপান, সোপান শ্রেণীতে বৃদ্ধ জনার্দ্দন পণ্ডিত ; পশ্চাতে অভিরাম। রাত্রি কাল।

জনা। শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত—

(রাধা মঠের দ্বারদেশ হইতে বাহির হইল)

রাধা। শ্রীমন্ত ওদিকে নয়—এই দিকে—এই দিকে—

(যাইতেছিল)

জনা। রাধা!

রাধা। শ্রীমন্তকে—

জনা। শ্রীমন্তকে প্রয়োজন আমার, তোমার নয়! অভিরাম—

[ইঙ্গিতে অভিরামের প্রস্থান]

রাধা। পিতা!

জনা। তোমার পিতৃস্বষা কি কর্চ্ছেন?

রাধা। রামায়ণ পড়ছিলেন; এতক্ষণ হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন—

জনা। তোমার এতক্ষণ তাঁর কাছে ঘুমোনো উচিৎ ছিল।

রাধা। ঘুমুতে যাচ্ছিলুম—শুধু শ্রীমন্তকে—

জনা। রাধা! তুমি নিতান্ত বালিকা নও। প্রচলিত দেশাচার অনুসারে ইতঃপূর্ব্বেই তোমার বিবাহ দেওয়া উচিৎ ছিল। শুধু স্নেহ পরবশ হয়ে তোমায় এখনো কুমারী অবস্থায় কাছে রেখেছি। কোনো নিঃস্বম্পর্কীয় যুবকের সম্বন্ধে তোমার এ আচরণ অন্যায়। যাও—ঘুমোও গে…

[রাধার প্রস্থান]

(অভিরাম সহ শ্রীমন্তের প্রবেশ)

শ্রীমন্ত। প্রভু—আমায় স্মরণ করেছেন ?

জনা। এদিকে এস (শ্রীমন্ত নিকটে গেল)—এই দ্বিতীয়বার

শ্রীমন্ত। কি প্রভু,—

জনা। তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছ—

শ্রীমন্ত। আদেশ অমান্য করেছি! আমি!

জনা। তোমায় আমি সে দিন সতর্ক করে দিই নি যে সায়ং-সন্ধ্যার পর কোন বিদ্যার্থী এ বিদ্যায়তনের বাইরে যেতে পাবে না!

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ। বলেছিলেন—

জনা। জান তুমি—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত বিদ্যার্থী ভবনে সবাইকে শাস্ত্রাধ্যয়ন কর্ত্তে হবে—এই এখানকার নিয়ম ?

শ্রীমন্ত। জানি প্রভু—

জনা। এ জেনেও তুমি ছাত্রাবাসের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছ—দ্বার মুক্ত করে বাইরে গিয়েছ কোন সাহসে!—

শ্রীমন্ত। আমার—আমার স্মরণ ছিল না প্রভু!—

জনা। শ্রীমন্ত—

শ্রীমন্ত। সত্য বলছি ভগবন, শুধু আজ এক রাত্রে নয়, প্রতি রাত্রে সবাই যখন শাস্ত্র পাঠে রত থাকে—অথবা পাঠ শেষে ঘুমিয়ে পড়ে—আমি ঐ অর্গল বদ্ধ দ্বার খুলে সবার অজ্ঞাতে—এমন কি হয়ত আমার নিজেরও অজ্ঞাতে—প্রতি রাত্রে বাইরে চলে আসি—

জনা। প্রতি রাত্রে! অভিরাম তা হলে ভুল দেখে নি! কেন এস ?

শ্রীমন্ত। কারা যেন আমায় ডাকে! মনে হয় যেন দূরাগত সমুদ্র গর্জ্জন শুনতে পাই! লক্ষ তরঙ্গের বাহু মেলে সুদূর সাগর-বারি যেন আমায় বাইরে চলে আসতে হাত ছানি দেয়! আমি বাইরে আসি; কিন্তু এসে আর কিছু দেখতে পাই না!

জনা। শ্রীমন্ত—

শ্রীমন্ত। আমায় বিশ্বাস করুন প্রভু! কত রাত্রে ঐ ডাক শোনার বলে রাধাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছি; কিন্তু রাধাকে—

জনা। রাধা! রাধাও তোমার সঙ্গে রাত্রে বাইরে এসেছে!

শ্রীমন্ত। আমি তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এসেছি—

জনা। শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত—

শ্রীমন্ত। প্রভু—

জনা। হুঁ, বুঝেছি, এতক্ষণে আমি সব বুঝেছি! অভিরাম!

অভিরাম। আমি তো আপনাকে পূর্ব্বেই নিবেদন করেছি প্রভু!

জনা। করেছ! বিশ্বাস করতে পারি নি; কিন্তু আজ—আজ স্বকর্ণে শুনলাম—

শ্রীমন্ত। আপনি অকস্মাৎ এত উত্তেজিত হলেন কেন প্রভু!

জনা। না—উত্তেজিত হব কেন? গৌড়বঙ্গের দ্বিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক পণ্ডিত জনার্দ্দন বাচস্পতির বিদ্যায়তনে এতকাল ব্রাহ্মণ ব্যতীত কোন বিদ্যার্থী স্থান পায় নি। তোমার ঢল ঢল কান্তি—প্রশান্ত মুখচ্ছবি দেখে শুধু করুণা পরবশ হয়ে—তোমার বংশ পরিচয় কিছুমাত্র না জেনেও তোমায় আমি এখানে আশ্রয় দিয়েছিলুম। আমার সেই স্নেহ দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে এত বড় প্রবঞ্চনা—

শ্রীমন্ত। ঈশ্বর জানেন, আমি আপনাকে প্রবঞ্চিত করিনি প্রভু! কোন মিথ্যা কথা বলিনি। মায়ের মুখে শুনেছি আমার পিতা আমার জন্মকাল হতে বিদেশবাসী—দেশে দেশে শাস্ত্রানুশীলনে রত— এর অধিক আত্মপরিচয় আমার জানা নেই—। আপনাকে আমি—

জনা। তোমার আত্ম-পরিচয় তোমার ব্যবহারে—তোমার ঘৃণিত আচরণে!

শ্রীমন্ত। ঘৃণিত আচরণ! কি আমি করেছি প্রভু?

জনা। কি করেছ! চমৎকার—সারল্যের এ চমৎকার অভিনয়!

শ্রীমন্ত। প্রভু—

জনা। আমার কুমারী কন্যা রাধার সঙ্গে তুমি কি অধিকারে বাক্যালাপ কর? কোন অধিকারে তাকে রাত্রিকালে বিদ্যায়তনের বাইরে নিয়ে এসো? কত বড় অন্যায়, কত বড় অপরাধ করেছ তুমি—বুঝতে পার অপরাধী?

শ্রীমন্ত। আমি যদি রাধাকে ভালবাসি, তবেও কি আমি অপরাধী প্রভু?

(এই সময়ে দক্ষিণের গবাক্ষ খুলিয়া গেল ; রাধা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল, সহসা এক সময়ে অভিরাম তাহাকে লক্ষ্য করিতে রাধা নিঃশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া দিল।)

জনা। ভাল বাস! রাধাকে!

শ্রীমন্ত। সমস্ত অন্তর দিয়ে, সমস্ত চেতনা দিয়ে আমি তাকে ভালবাসি। মালিন্যময় ধূলার ধরণীতে সে ভালবাসার তুলনা নেই—এই বিদ্যায়তনের কূট-তর্কময় শাস্ত্র-সিন্ধু মথিত

করলেও সে ভালবাসার এতটুকু উপমা মিলবে না। কেমন করে বোঝাব ব্রাহ্মণ, কত ভালবাসি—রাধাকে আমি কত ভালবাসি!

জনা। শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত! তোমার উচ্ছৃঙ্খল রসনাকে এখনো সংযত কর যুবক! আশ্চর্য্য! এতদূর! এ যে আমি কখনো কল্পনাও করিনি! অভিরাম, শীঘ্র এসো—দ্বার অর্গল বদ্ধ কর—বাইরের অশুচী হাওয়া যেন এই পবিত্র বিদ্যায়তনে প্রবেশ করতে না পারে।

(উভয়ে মন্দির সোপান বাহিয়া উপরে উঠিলেন।)

শ্রীমন্ত। প্রভু, প্রভু, আমায় বাইরে রেখে—

জনা। বাইরে যখন একবার পা বাড়িয়েছ তখন এ গৃহের আর কারুকে যাতে বাইরে টেনে নিতে না পার, সে চেষ্টা আমায় করতে হবে। যাও—এখান থেকে চলে যাও!

শ্রীমন্ত। চলে যাবো! কিন্তু যাবার আগে একবার রাধাকে—

জনা। না—রাধার সাক্ষাৎ এ জীবনে তুমি পাবে না। তুমি আমার বিদ্যায়তন হতে চিরনির্ব্বাসিত। যাও—

(দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল)

শ্রীমন্ত। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ,—দ্বার মুক্ত করুন। নির্ব্বাসন দণ্ড দিন আমায় ক্ষতি নাই; শুধু একবার রাধাকে দেখতে দিন—আমার রাধাকে দেখতে দিন।

(পাষাণ সোপানে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। দক্ষিণের বাতায়ন আবার মুক্ত হইল; রাধা বাতায়নে দেখা দিল।)

রাধা। শ্রীমন্ত!

শ্রীমন্ত। কে! রাধা! একি তোমারও চোখে জল! তুমিও কাঁদছ রাধা!

রাধা। আমি যে সব শুনেছি শ্রীমন্ত!

শ্রীমন্ত। রাধা, আমি চলে যাচ্ছি!

রাধা। কোথায় যাবে?

শ্রীমন্ত। জানি না! কত গভীর রাতে সমুদ্র গর্জ্জন শুনতাম; হয় তো বা সেই অকূল সাগরের বুকেই এবার পাড়ি জমাতে যাবো।

রাধা। তাই চলো শ্রীমন্ত! আমরা অকূল সাগরের পারে চলে যাই—

শ্রীমন্ত। তুমি—তুমি যাবে রাধা?

রাধা। নইলে সে সীমাহীন আঁধারের রাজ্যে কে তোমার সাথী হবে শ্রীমন্ত!

শ্রীমন্ত। রাধা—

রাধা। এই স্নেহহীন—মায়াহীন—নিষ্করুণ পাথরের পুরীতে নিঃসঙ্গ নির্ব্বাসনে ছিলুম এতকাল। তুমি এলে—অমনি আমার অন্তরে জ্যোতির্ম্ময় দীপ-শিখা জ্বলে উঠলো। তোমারই স্বহস্তে জ্বালানো সেই দীপ-শিখা লয়ে আমি তোমার পার্শ্বে দাঁড়াব শ্রীমন্ত!—তোমায় হারায়ে আমি এখানে থাকতে পারবো না; এখানে থেকে আমি বাঁচব না! আমায়—আমায় তোমার সঙ্গিনী কর শ্রীমন্ত—

শ্রীমন্ত। তাহলে আর বিলম্ব নয় রাধা! দ্বার খুলে চলে এসো—

(রাধা দ্বারের দিকে গেল, অভিরাম উত্তরের বাতায়ন খুলিয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিল; এবার বাতায়ন বন্ধ করিয়া সরিয়া গেল। একটু বাদে রাধা দরজা খুলিতে না পারিয়া আবার দক্ষিণের বাতায়নে আসিল।)

শ্রীমন্ত। ফিরে এলে যে!

রাধা। দ্বার অর্গল বদ্ধ ; অভিরামের কাছে চাবি—

শ্রীমন্ত। তবে—তবে কি উপায় হবে ?

রাধা। এক কাজ কর শ্রীমন্ত! চাবি কোথায় রাখে আমি জানি ; এখনো হয় তো ঘুমোয় নি ; ওরা ঘুমুলে—শেষ রাত্রে—

(অভিরাম পুনরায় উত্তরের বাতায়ন খুলিতেছিল, এইবার আওয়াজ হইল।)

রাধা। কে ?

শ্রীমন্ত। ঐ—ঐ বাতায়ন হতে কে যেন সরে গেল! কার যেন ছায়া-মূর্ত্তি!

রাধা। আর এখানে বিলম্ব নয় শ্রীমন্ত, আমি যাই—

(শ্রীমন্ত হাত বাড়াইল, রাধা তাহার হাতে আপনার অঙ্গুরীয় পরাইল।)

রাধা। যতক্ষণ বাইরে থাকবে, আমার এই অঙ্গুরীয় আমার কথা যেন তোমায় স্মরণ করিয়ে দেয় শ্রীমন্ত! মনে রেখো—আজ শেষ রাত্রে!

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ, শেষ রাত্রে!

(বাতায়ন রুদ্ধ হইল, শ্রীমন্ত একবার এদিক ওদিক চাহিয়া সরিয়া গেল—)

———

তৃতীয় দৃশ্য

নদীতীর

গ্রাম্যকন্যাদের গীত

হে হর শঙ্কর, আমার বাপ ভাই হোক লঙ্কেশ্বর।
শুষনী কলমী ল-ল করে, রাজার বেটা পক্ষী মারে
মারণ পক্ষী শুকোর বিল, সোনার কৌটা রূপোর খিল,
খিল খুলতে লাগল ছড়!
হে হর শঙ্কর॥
থৌ-থৌ শৌ থোয়ে দিলাম মৌ, আমি যেন হই রাজার বৌ,
থৌ-থৌ খো থোয়ে দিলাম ঘি, আমি যেন হই রাজার ঝি।
কাজললতা কাজললতা বাসর ঘর,
দাওলো মেলানী যাব শ্বশুর ঘর॥

[গীতান্তে প্রস্থান

(বোঝা মাথায় কালুর প্রবেশ)

কালু। বাবা, ও বাবা—বলি ও কীর্ত্তিবাস মাঝি!—

(তামাক টানিতে টানিতে বৃদ্ধ কীর্ত্তিবাস মাঝির প্রবেশ।)

কীর্ত্তি। আরে হালার পোলা! বাপের নাম ধইর‍্যা ডাহ!

কালু। কি করি কও? বাবা কইয়্যা ডাকলাম—রাও কর না! হাশে বেশী ডাহাডাহি করলি পথের আর পাচজন মানষি যদি জবাব্ দেয়—তাইতো নাম ধইরলাম। ল্যাও, ছেলিমড্যা আমার হাতে দিয়্যা বাজার বুইজ্যা ল্যাও।

(কীর্ত্তিবাস পুত্রের হাতে ছিলিম দিয়া পিছন ঘুরিল; কালুও পিছন ফিরিয়া হুকা টানিতে লাগিল!)

কীর্ত্তি। কি—কি কেনা হইল! চাইল, ডাইল, অলদিগুড়ি—বাজে জিনিষ তো সবই আনছো; কিন্তু তামুক কোহানে?

কালু। কিনি নাই—

কীর্ত্তি। তামুক কেন নাই! তা হইলে এসব আনল্যা কেন? বলি, তামুক না হইলে গুষ্ঠি বাচবি কি খাইয়্যা?

কালু। পয়সায় হইল না, সারা দিনমান নাও বাইয়া সাড়ে তিন গণ্ডা পয়সা পালাম।

কীর্ত্তি। কেবল সাড়ে তিন গণ্ডা?

কালু। হ্যাষকালে বাড়ী আসনের কালে তুই বাইষ্ঠানী আমার নায়ে পার হইল—পারাণীর কড়ি দিতে না পাইর‍্যা এট্টা পিতলের কবচ দিয়া গেল; ল্যাও ধর।

কীর্ত্তি। কবচ! আরে আট কপাইল্যা, এযে পিতল না; কাচা সোনা!

কালু। অ্যাঁ—কও কি! কাচা সোনা?

কীর্ত্তি। কবচে কি ল্যাহা রইছে, চোহে ঠাহর পাইন্যা। দ্যাখতো—দ্যাখতো এডা কি?

কালু। এট্টা তিরশূলের ছবি।

কীর্ত্তি। তিরশূল! কি আশ্চয্যি কাণ্ড! আর ইদিকে?

কালু। এট্টা শিঙ্গে—

কীর্ত্তি। তিরশূল আর শিঙ্গে···এ যে ধনপতি সদাগরের নিশানা রে!

কালু। ধনপতি সদাগর আবার কেডা?

কীর্ত্তি। আরে নিব্বইংশ্যার পো···তুই জানবি ক্যামন কইর‍্যা ধনপতি সাধু কেডা! যারথা খাইয়া তোর বাবা আজন্ম কাটাইল···যার সাত ডিঙ্গি মধুকর বাইয়্যা তোর বাপ সিংহল রাজ্য ঘুইর‍্যা আইল! হায়রে পোড়া কপাল···আইজ যদি ধনপতি সাধু বাইচ্যা থাকত···

কালু। তেনার বুঝি সগ্‌গ লাভ হইছেন ?

কীর্ত্তি। পঁচিশ বছর আগের কথা ! সিংহলের দক্ষিণ পাটনে তুফান উঠলো—ভারী তুফানে সাত ডিঙ্গি মধুকর ডোবল ; সাধুও ডুবতি ছিল—আমি সাধুরে বাঁচাইতে জলে ঝাপাইয়া পড়লাম। সাধু কইলেন—জনার্দ্দন পণ্ডিত লগে আইছিলেন, সে তার কচি মাইয়্যাডারে বুকে লইয়া ডোবতেছে ! কীর্ত্তিবাস, আগে ওগো বাচাও তুমি। কথা শুইন্যা সাতার দিলাম—জনার্দ্দন পণ্ডিত আর মাইয়্যাডিরে ধইর‍্যা পারে তোললাম। তারপর ফির‍্যা সাতার দিলাম ; কিন্তু আইস্যা দেহি, আর ধনপতি সাধুর খোজ নাই ! ক্যাবল পাগলা ঢেউ ফেন্যা মুখে শোষাইতেছে !

কালু। সাধু তয় জলে ডোবছে ! কিন্তু তার এ নিশানা ?

কীর্ত্তি। তাই তো রে ! এ নিশানা কবচ বাইদ্যানী পাইল ক্যাম্বায় ? চল দেহি, কোহানে তোর বাইদানী—

কালু। তারা কহোন আমার নাও ছাইড়্যা—(সভয়ে) ও বাবা—বাবা ! আমারে ধরো—ইরি-রি-রি-রি !

কীর্ত্তি। ওকি ! কি হইল—অ্যাঁ ?

কালু। ইরি-রি-রি-রি—বাবাগো, বাবাগো, বুঝি দাত কপাটী—জিলিক মারে বাবা, জিলিক মারে !

কীর্ত্তি। কি ?

কালু। তা তো জানি না ; ওই দ্যাহ গাঙের মদ্দি আগুন জলে···ঐ দ্যাহ, আমার নাওখান জানি জিলিক মারে !

কীর্ত্তি। আরে, কি আশ্চর্য্যি ! জিলিক মারে ও যে কাচা সোনা ! চোহে খোয়াব দেহি নাকি ! না ! ও কালু, ভাঙ্গা নাও

যেন সোনার নাও হইল রে! তুই কোন বাইদ্যানী পার করছিস! কোন বাইদ্যানীর চরণ ছুইয়্যা আমার ভাঙ্গা নাও সোনা হইলরে···সোনা হইল! [প্রস্থান।

কালু। সোনার নাও! মান্দারী কাঠের নাও এহেবারে সোনা হইয়া গেল! তয় আর ভাবনা কি! গয়নার জন্যি রাঙ্গা বউ দুই বেলা বোচা নাক নাড়া দ্যায়। বউব গলায় বুকে মাজায় এবার নাওয়ের থনে গলুই পাটাতন খুইল্যা চাপাবো! [প্রস্থান।

(অপর দিক হইতে বেদিনী বেশে চণ্ডী ও খুল্লনার প্রবেশ)

খুল্লনা। কত কাল পরে হঠাৎ তোমায় ধরেছি বেদেনী, এবার আর ছাড়ব না। দাও, আমায় সেই কবচটী ফিরিয়ে দাও।

চণ্ডী। কিসের কবচ গা?

খুল্লনা। আমায় শাঁখা সিঁদুর আলতা দিয়েছিলে···দাম দেবার কড়ি ছিল না; কেমন করে জানলে বলতে পারি না—মঙ্গল চণ্ডীর ঘটের নীচে লুকিয়ে রেখেছিলুম একটী কবচ—সেই কবচ চাইলে তুমি। আমি দিতে চাইনি—ভরসা দিয়ে বললে···তোমার দেওয়া শাঁখা সিঁদুর আলতা পরলে নিশ্চয়ই হারানো স্বামীকে ফিরে পাবো। তাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে কবচের বিনিময়ে সওদা করলুম! স্বামীর সন্ধান পেলাম না! স্বামীর নিদর্শন কবচটীও হারালুম! বেদেনী, আমি কড়ি সংগ্রহ করেছি। কড়ি নিয়ে আমার কবচ ফিরিয়ে দাও।

চণ্ডী। সে কবচ কি এতদিনে আছে মা!

খুল্লনা। নেই!

চণ্ডী। গরীব বেদেনী···পেটের দায়ে কবে বেচে ফেলেছি!

খুল্লনা। আঁ্যা—তবে উপায়?

চণ্ডী! কিসের উপায় মা! শাঁখা সিঁদুর পরেছিস্···স্বামীকে ফিরে পাবি।

খুল্লনা। আর কবে পাবো? একে একে পঁচিশ বছর পার হয়ে গেল, তার কোন সন্ধান নেই! লোকে বলে তিনি হয়তো বেঁচে নেই। আর তবে বৃথা আশায় এই আলতা সিঁদুর কত কাল ধারণ করব! এই সিঁদুর···এ যেন আগুনের শিখার মত আমায় দগ্ধ করে! আমায় পুড়িয়ে ছাই করে দেয়! কি সিঁদুর পরালে বেদেনী! কালের দাগ মুছে যায়···কিন্তু তোমার দেওয়া এ সিঁদুর তো মুছতে চায় না? অভাগিনী খুল্লনার ললাটে এ কেন দিন দিন এমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বেদেনী?

চণ্ডী। সতীর কপালের সিঁদুর কি কখনো ম্লান হয় মা! লোকে বলে···সোয়ামী তোর নেই—মরে গেছে! তাই তুই কাঁদবি! সত্যিই যদি মরে থাকে···তাতেই বা দুঃখ কি! মরা লখিন্দরকে কি বেউলা সতী শাঁখা সিঁদুরের জোরে ফিরে পায় নি! শাঁখা সিঁদুর পর মা,—জ্যান্ত থাক কিম্বা মরে থাকে···আবার সোয়ামী পাবি।

খুল্লনা। পাব—স্বামীকে ফিরে পাব! কে তুমি বেদেনী মা! তোমার কথায় যে আশায় আনন্দে বুক আমার ভরে ওঠে! বল মা, সত্যই স্বামীকে পাব?

চণ্ডী। পাবি বৈকি মা,—তোর ছেলেকে খুঁজতে পাঠা না!

খুল্লনা। ছেলে! ছেলে আমার নিরুদ্দিষ্ট।

চণ্ডী। সে কি—কেন!

খুল্লনা। তার কাছ থেকে তার পিতৃ পরিচয় গোপন রেখেছি। শ্রেষ্ঠীবংশের সন্তান, বাণিজ্যের নামে উল্লসিত হ'য়ে ওঠে! পাছে সে আবার সিংহল সমুদ্রে সপ্তডিঙ্গা মধুকর নিয়ে উধাও হয়ে যায়···সেই ভয়ে···শুধু সেই ভয়ে তাকে বংশ পরিচয় দিই নি। তার পরিচয়-কবচ তার বাহুতে পরাই নি! বলেছিলুম, পিতা তার প্রব্রজ্যার ব্রত নিয়ে দেশে দেশে বিদ্যানুশীলন কর্চ্ছেন, তাই শ্রীমন্তও আমার বিদ্যানুশীলনের জন্য গোপনে গৃহত্যাগী হয়েছে।

চণ্ডী। সে কি মা!

খুল্লনা। কত খুঁজছি···পথে বিপথে 'শ্রীমন্ত শ্রীমন্ত' বলে পাগলিনীর মত কেঁদে ফিরছি···তবু শ্রীমন্তের আমার দেখা নাই!

চণ্ডী। কাঁদিস্‌নে মা! ছেলেকে পাবি বৈ কি; আজ হোক···কাল হোক···সে আবার তোরই কাছে ফিরে আসবে। সে এলেই কিন্তু তাকে সিংহলে বাণিজ্য করতে পাঠিয়ে দিস্‌।

খুল্লনা। সিংহলে কেন! না—না, সে আমি পারব না!

চণ্ডী। মা!

খুল্লনা। ঐ সিংহল সাগরে আমার স্বামীকে হারিয়েছি; আবার একমাত্র নয়নানন্দ পুত্রকে কোন প্রাণে সে কাল-সাগরে পাঠাব! না—না কিছুতেই না! তাকে পেলে এই বুকের ভেতর আগলে রাখবো! একদণ্ড কাছ ছাড়া করব না···এক মুহূর্ত্তের জন্যও চোখের আড়াল করব না!

(বেদেনী বেশে পদ্মার প্রবেশ)

পদ্মা। সইলো, সই!—

চণ্ডী। এই যে সই, কোথায় ছিলি! আমি তোর জন্যে ঠায় দাঁড়িয়ে।

পদ্মা। আসছিলুম···পথে এক ভারী রগড়···তাই দেরী হল!

চণ্ডী। সে কিরে!

পদ্মা। এক ছোঁড়া আর এক ছুঁড়ি পাহাড়ী পথে পালাচ্ছে···আর হৈ হৈ করে সেপাই পেছনে ছুটছে—

চণ্ডী। কেন···তারা পালাচ্ছে কেন?

পদ্মা। কে জানে অত খবর! কেউ আর কিছু বলে না; কেবল চেঁচাচ্ছে···ধর রাধাকে ধর···শ্রীমন্তকে ধর।

খুল্লনা। শ্রীমন্ত! কোথায়! কোনদিকে!—

পদ্মা। তাকে দিয়ে তুমি কি করবে?

খুল্লনা। ওগো, শীঘ্র বল, কোন পাহাড়ী পথে শ্রীমন্ত!

পদ্মা। আর গিয়ে কি করবে? এতক্ষণে হয়ত ধরা পড়েছে!

খুল্লনা। তবু বল—

পদ্মা। ঐ হোথায়···ঐ উত্তুরে পাহাড়ে।

খুল্লনা। শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত—

[প্রস্থান।

চণ্ডী। আমার পূজারিণী খুল্লনার কাতরতা দেখে আমার বড় কান্না পায় পদ্মা! এসো, এ মায়ার খেলা শেষ করে দিই··· শ্রীমন্তকে এনে এই দণ্ডে ওর বুকে তুলে দিই—

পদ্মা। হুঁ, তাই আর কি! মর্ত্তে্য পূজার প্রচলন কর্ত্তে হলে ওদের নিয়ে খানিকটা খেলতেই হবে; তাতে কাতর হলে চলবে কেন! শ্রীমন্তকে ওর সঙ্গে মিলিত করব···তবে এখনি নয়! তার আগে আমাদের কাজ রাধার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিচ্ছেদ ঘটান। রাধার ভালবাসার মোহ শ্রীমন্তকে আবদ্ধ করে

রাখলে ওকে দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না! এসো আমার সঙ্গে—

চণ্ডী। শুধু রাধার প্রেমের মোহই তো নয়! খুল্লনার মাতৃস্নেহও ওকে আবদ্ধ করে রাখতে চায় যে! খুল্লনা পুত্রকে বুকে পেলে আর কিছুতে ছাড়বে না!

পদ্মা। খুল্লনা যাতে ওকে ধরে রাখতে না পারে···তার ব্যবস্থাও তো করেছ দেবি, শ্রীমন্তের কবচ স্থানান্তরিত করে!

চণ্ডী। তোমার পরামর্শে কবচ এনে কীর্ত্তিবাসের হাতে দিয়েছি বটে! কিন্তু তার অর্থ তো—

পদ্মা। আগে উত্তর পাহাড়ে চল—পথে যেতে বলব তোমায় কি আমার উদ্দেশ্য—

চণ্ডী। চল! [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

উত্তর পাহাড়

সৈনিকগণ, শীলভদ্র ও অভিরাম।

অভি। এসেছ! এত বিলম্ব করলে তোমরা?

শীল। ফিরে এসে সেই নদী তীরে শ্রীমন্তের সন্ধান কর্চ্ছিলাম।

অভি। সন্ধান পেলে?

শীল। না—

অভি। আর তাকে সন্ধান কর্ত্তে গিয়ে এদিককার সব আয়োজন পণ্ড করতে বসেছ! রাজা বিক্রমকেশরী এখানে এসেছে!

শীল। গৌড় বঙ্গেশ্বর বিক্রমকেশরী!

অভি। হ্যাঁ—জনার্দ্দন পণ্ডিতের বাল্যবন্ধু···সীমান্ত ভ্রমণ করে ফিরছিল। তোমাদের আসতে বিলম্ব দেখে জনার্দ্দন পণ্ডিতকে নিয়ে বিদ্যায়তন হতে এই পাহাড়ের দিকে আসছিলাম, রাজার সঙ্গে পণ্ডিতের সাক্ষাৎ ঘটে গেছে। রাজাকে সে রাধার নিরুদ্দিষ্টা হবার কাহিনী শোনাচ্ছে।

শীল। জনার্দ্দন পণ্ডিত সব কথা জানেন?

অভি। না! শ্রীমন্তের সঙ্গে রাধা পালাবার পরামর্শ কচ্ছিল—তাকে নিয়ে পালাচ্ছিল, এসব আমি কিছু বলিনি। ভেবেছিলুম, দুজন পরস্পরকে যখন ভালবাসে—তখন দোষ সব শ্রীমন্তের কাঁধেই আপনা হতে চাপবে! তাই গত রাত্রে আগে হতে পণ্ডিতকে কোন কথা জানাইনি। কিন্তু শ্রীমন্তের কবল হতে তাকে পথের মধ্যে ছিনিয়ে নিয়েও যখন ধরে রাখতে পারলুম না···অলৌকিক শক্তিময়ী এক মায়াবিনী যখন আমার নিকট হতে তাকে নিয়ে অন্তর্দ্ধান হয়ে গেল—তখন বিদ্যায়তনে ফিরে এলুম! সমস্ত ইতিবৃত্ত গোপন রেখে···রাধা নিরুদ্দেশ, বিদ্যায়তনে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—শুধু এই কথাটী পণ্ডিতকে জানালুম। রাধাকে খোঁজবার ভাণ করে এই পাহাড়ের দিকে তাকে নিয়ে এলুম। রাধা যাক! তাকে না পাই, ওই জনার্দ্দন পণ্ডিতকে আমরা ছাড়ব না। জনার্দ্দন আমাদের রাজার শত্রু—জাতির শত্রু—সমস্ত সিংহলের শত্রু!—

শীল। আদেশ করুন, মঠ আক্রমণ করে রাজাকে শুদ্ধ—

অভি। মূর্খ! অমিত-বিক্রম গৌড় বঙ্গেশ্বরের সঙ্গে এই মুষ্টীমেয় সেনা নিয়ে কলহ! ফল তার বুঝতে পার!

শীল। তবে কি আদেশ করেন?

অভি। চুপ! ওরা আসছে, আত্মগোপন কর—সময় হ'লে সঙ্কেত করব। [সৈনিকদের প্রস্থান।

(পাহাড়ী পথে সসৈন্যে রাজা বিক্রমকেশরী ও জনার্দ্দন পণ্ডিতের প্রবেশ)

রাজা। তোমার সন্দেহ বন্ধু, শ্রীমন্তই তোমার কন্যাকে নিয়ে পালিয়েছে?

জনা। সে···সে আমার কন্যাকে ভালবাসার মোহে ভুলিয়েছিল। সে আমার উঁচু মাথা হেঁট করে দিয়ে আমার কন্যাকে নিয়ে মঠ হতে পালিয়েছে। সন্দেহ নয় শুধু—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস—দৃঢ় বিশ্বাস।

রাজা। তোমার মুখে শুনে আমি তাদের বন্দী করবার জন্যে চতুর্দ্দিকে সেনা প্রেরণ করেছি; নিশ্চয়ই অবিলম্বে তারা ধৃত হয়ে এখানে আনীত হবে। কিন্তু ভাবছি—ভালই যখন বেসেছিল পরস্পরকে···তখন বিবাহ দিলে না কেন?

জনা। আমার কন্যা ব্রহ্মচারিণী রাজা! তার বিবাহ—

রাজা। কেন! তুমিও তো উন্মুখ যৌবনে একদিন ব্রহ্মচারী হয়েও সিংহলের—

জনা। বন্ধু—বন্ধু—

রাজা। ও:আমি ভুলে গিয়েছিলুম! ভয় নেই বন্ধু, যে গোপন কথা বিশ বছর আগে একবার আমায় বিশ্বাস করে

জানিয়েছিলে—আজও পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আমি তা প্রকাশ করিনি !

জনা। জানি বন্ধু ! আমিও সে কথা শুধু তোমাকে—আর—আর ঐ অভিরামকে ব্যতীত অন্য কাউকে—

রাজা। কে এ অভিরাম !

জনা। আমার সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বাধিক প্রিয়-শিষ্য ! আমার অবর্ত্ত-মানে বিদ্যায়তনের আচার্য্য হবে ঐ অভিরাম ! কন্যার চিত্তচাঞ্চল্যে মর্ম্মপীড়িত হয়ে ওকে গত রাত্রে সিংহলের সব কাহিনী বলেছি !

রাজা। হুঁ ! কিন্তু কোন ক্রমে যদি সিংহলেশ্বর শালিবাহন এ কথা শুনতে পায়—

জনা। জানি, আমার আশ্রয়দাতা বলে সিংহলের সঙ্গে হয় তো তোমার মৈত্রী বন্ধন ছিন্ন হবে। হয় তো যুদ্ধ দামামা বেজে উঠবে। কিন্তু তুমি আশঙ্কিত হোয়োনা বন্ধু, অভিরাম ঘাতকের খড়্গে মস্তক দেবে···কিন্তু বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না !

(নেপথ্যে—জয় গৌড় বঙ্গেশ্বর মহারাজ বিক্রম কেশরীর জয়)

রাজা। ঐ জয়ধ্বনি ! আমার সেনাগণ সম্ভবতঃ পলাতকদের বন্দী করে নিয়ে আসছে—

(শ্রীমন্তসহ সৈনিকদের প্রবেশ)

জনা। একি ! শ্রীমন্ত একা ! রাধা কোথায় ?

শ্রীমন্ত। আমিও তোমায় সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি ব্রাহ্মণ,—রাধা কোথায় ! আমার রাধা কোথায় ?

জনা। শ্রীমন্ত !

শ্রীমন্ত। ঐ অভিরাম···ওকে তুমি সসৈন্যে প্রেরণ করেছিলে রাধাকে ছিনিয়ে আনতে; ওরা আমায় আক্রমণ করল; কিন্তু জানি না কোন দৈবী শক্তি আমায় ওদের অস্ত্র মুখ হতে রক্ষা করল। আমি প্রাণে বাঁচলুম; কিন্তু রাধাকে হারালুম!—

জনা। এসব তুমি কি বলছ শ্রীমন্ত! অভিরামের সৈন্য?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ—অভিরামের সৈন্য তাকে ছিনিয়ে এনেছে। সে আমায় ভালবাসে; আমরা পরস্পরকে বিবাহ করব বলে পণবদ্ধ হয়েছিলুম—কিন্তু—ওই অভিরাম—ওই অভিরাম—

রাজা। অভিরাম! কোথায় রাধা?

অভি। আমি—আমি—

রাজা। শীঘ্র বল—নইলে এই দণ্ডে—

জনা। বন্ধু, তুমি একি বলছ! ঐ ধূর্ত্ত শ্রীমন্তের প্রতারণা বুঝতে পারছ না! ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থী অভিরাম···কোথায় সে পাবে সেনাদল···কোথায় সে—

রাজা। চুপ! নর-চরিত্র অধ্যয়নে বিচক্ষণ রাজা বিক্রম কেশরীর চোখে ধুলি নিক্ষেপ করা অত সহজ কার্য্য নয়। ঐ অভিরামের কম্পিত অধর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করছে—এক অজ্ঞাত রহস্য-বিজড়িত বিরাট চক্রান্তের! অভিরাম, যদি প্রাণের ভয় থাকে···এখনো বল···রাধাকে তুমি কোথায় রেখেছ?

অভি। রাধা—রাধা আচার্য্যের বিদ্যায়তনেই আছে।

রাজা }
জনা } বিদ্যায়তনে!—
শ্রীমন্ত }

অভি। শ্রীমন্ত রাধাকে নিয়ে পালাবার আয়োজন করছিল দেখে আমি ওদের গোপনে ধরতে চেয়েছিলুম।

রাজা। কোথায় পেলে সশস্ত্র সৈন্যদের ?

অভি। সশস্ত্র সৈন্য প্রেরণ কর্ল্লে তারা কি শ্রীমন্তকে অক্ষত রেখে শুধু রাধাকে নিয়ে ফিরে আসতো? নিতান্ত অহিংসভাবে আমারই ইঙ্গিতে বিদ্যায়তনের কয়েকজন ব্রহ্মচারী রাধাকে ধরে এনেছে মাত্র!

শ্রীমন্ত। না—না···অহিংস ব্রহ্মচারী নয়···সশস্ত্র!

রাজা। চুপ! কিন্তু এ সংবাদ আমাদের এতক্ষণ বলনি কেন ?

অভি। রাধা যে নিরুদ্দিষ্টা গুরুর নিকট সে কথা তো আমি গোপন করিনি! হ্যাঁ, শ্রীমন্তের সঙ্গে পলায়ন কথা অবশ্য বলিনি। তার কারণ, পূর্ব্ব আচরণের জন্য গুরুদেব শ্রীমন্তের প্রতি বিরূপ; তাই এই অন্যায়ের জন্য শ্রীমন্তের প্রতি যদি অতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেন···এই আশঙ্কাতেই শুধু শ্রীমন্তের নাম আমি বলিনি।

জনা। সত্য···সত্য···অভিরামের সব কথা সত্য বন্ধু!

রাজা। কিন্তু অপহরণ কাহিনী আমাকেও তো গোপন করেছ—

অভি। গুরুদেবের কুমারী কন্যা রাত্রিকালে গৃহত্যাগিনী; এ আমার আনন্দের কথা নয় মহারাজ! রাজ দরবারে এ কাহিনী নিবেদন কর্ল্লে, দেখতে দেখতে সারা রাজ্যে এ কলঙ্ক কথা ছড়িয়ে পড়ত! তাই—আমি চেয়েছিলুম বাইরের প্রাণী মাত্রকে কিছু না জানিয়ে—গোপনে আমার গুরু-কন্যাকে আবার তার পিতৃগৃহে অধিষ্ঠিতা করতে!

রাজা। অভিরাম—

অভি। রাজাকে গোপন করে যদি অপরাধ করে থাকি যে দণ্ড অভিরুচি আমায় দান করুন ; তবু আমার সান্ত্বনা—আমি গুরুর চরণে অপরাধী নই···গুরুর কাছে বিশ্বাস ভঙ্গ করিনি।

জনা। অভিরাম, অভিরাম, প্রাণ-প্রিয় শিষ্য আমার! মহারাজ, আপনি আমার অভিরামের প্রতি অকারণ ক্রুদ্ধ হবেন না!—

রাজা। না, অভিরামের কথা যদি সত্য হয় তাহলে অভিরামকে আমি পুরস্কৃত করব! চল···আগে বিদ্যায়তনে গিয়ে রাধার মুখে সব কাহিনী শুনব। প্রহরী! এই যুবককে আপাততঃ কারাগারে শৃঙ্খলিত করে রাখো—

খুল্লনা। (নেপথ্যে) শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত—

শ্রীমন্ত। কে···কে ডাকে আমায়!

(খুল্লনার প্রবেশ)

খুল্লনা। শ্রীমন্ত! একি! কেন আমার বাছাকে ধরেছ তোমরা! শ্রীমন্ত! বাবা আমার! বুকে আয়···বুকে আয়।

শ্রীমন্ত। মা—মা—

রাজা। একি! ধনপতি শ্রেষ্ঠীর পত্নী খুল্লনা!

জনা। ধনপতি শ্রেষ্ঠীর পত্নী!

রাজা। শ্রীমন্ত তোমার কে—

খুল্লনা। আমার সন্তান···আমার সন্তান—

জনা। ধনপতি শ্রেষ্ঠীর সন্তান! ঐ শ্রীমন্ত! অথচ আমাকে এ পরিচয় গোপন করে বিদ্যায়তনে আশ্রয় নিয়েছিল!

শ্রীমন্ত। আমি জানতুম না আমার পিতৃপরিচয়! মা, আমি শ্রেষ্ঠীপুত্র··· এ তো তুমি আমায় কোন দিন বলনি! কেন লুকিয়েছিলে মা এ কথা? শীঘ্র বল, কোথায়···কোথায় আমার পিতা?

খুল্লনা। শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত—

জনা। তোমার পিতা পরলোকে!

শ্রীমন্ত। পরলোকে!

জনা। ঐ তোমার মাতাকে জিজ্ঞাসা কর। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ধনপতি সিংহলে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল। বাণিজ্য করে ফিরবার সময় কালীদহে সপ্তডিঙ্গা মধুকর ডুবে যায়। আমি তোমার পিতৃ-বন্ধু; তোমার পিতার সঙ্গে আমিও সিংহল ভ্রমণে গিয়েছিলাম। সেবার সিংহল শফর হতে শুধু আমি আর কীর্ত্তিবাস নেয়ে···এই দুই প্রাণী মাত্র জীবিত অবস্থায় গৌড়বঙ্গে ফিরে এসেছি! তোমার পিতা এবং আর সবাই অতল জলে ডুবে গেছে।

শ্রীমন্ত। নেই! আমার পিতা তবে নেই!

জনা। নেই—পিতা তোমার নেই! অথচ তোমার মাতা পতিব্রতা হিন্দুরমণী হয়ে এখনও শঙ্খ-বলয় ধারণ কচ্ছেন—সীমন্তে সিন্দুরের টিপ পরছেন! হিন্দু বিধবা দেখ শ্রীমন্ত,···তোমার বিধবা মাতার অপরূপ রূপসজ্জা দেখ!

শ্রীমন্ত। মা—মা!

খুল্লনা। ওঃ—মা চণ্ডী! মা মঙ্গল চণ্ডী! একি সিন্দুর পরালি মা! মুছে নে—এখনো মুছে নে—

জনা। সিন্দুর মুছবে কেন পতিব্রতা? এই বিচিত্র বৈধব্য-ব্রত আচরণ কচ্ছে যার মাতা···সে চায় নৈয়ায়িক জনার্দ্দন পণ্ডিতের কন্যাকে বিবাহ কর্ত্তে!

শ্রীমন্ত। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ!

রাজা। বন্ধু—বন্ধু!

জনা। চুপ্। আজ বিধাতা আমায় সুযোগ দিয়েছেন···আমার কন্যাকে যে কলঙ্কিতা কর্ত্তে চায়···তার স্বরূপ প্রকাশের সুযোগ দিয়েছেন! এ সুযোগ···এ প্রতিহিংসার সুযোগ আমি ছাড়তে পারি না···কিছুতেই না।

শ্রীমন্ত। কি প্রতিহিংসা তুমি নেবে ব্রাহ্মণ! আমার পিতৃবন্ধু হয়ে তুমি আমার মাতাকে···

জনা। ধনপতি শ্রেষ্ঠীর বন্ধু আমি। কিন্তু তোমার পিতৃবন্ধু কি না তাই বা কে জানে?

শ্রীমন্ত। এ কথার অর্থ!

জনা। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ধনপতি বাণিজ্যে গিয়েছিল। তার বিদেশ বাস কালে বোধ হয় শ্রীমন্তের জন্ম, বল শ্রেষ্ঠীপত্নী, তাই নয়?

খুল্লনা। হ্যাঁ, স্বামী যখন বিদেশে যান···তখন আমি অন্তসত্ত্বা!

জনা। কিন্তু কেউ সাক্ষ্য আছে?

শ্রীমন্ত। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ!

রাজা। শ্রেষ্ঠী বংশের লোকাচার···স্বামী বিদেশ গমন কালে পত্নী অন্তসত্ত্বা থাকলে স্বর্ণ কবচের জয়পত্র পত্নীর কাছে রেখে যান। সন্তান জন্মালে তার বাহু মূলে সেই কবচ পরিয়ে দেওয়া হয়। শ্রীমন্ত···

শ্রীমন্ত। মা—জয় পত্র?

খুল্লনা। হারিয়ে ফেলেছি বাবা,—হারিয়ে ফেলেছি।

জনা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—জয়পত্র হারিয়ে ফেলেছে! পুত্রের জন্ম বৃত্তান্তের গুপ্ত কাহিনী লুকাবার সতী রমণীর চমৎকার প্রয়াস—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

শ্রীমন্ত। ওদের হাসি শুনে চমকে উঠো না মা! ভয় কি···সন্তান তোমার পাশে আছে।

জনা। সন্তান! হ্যাঁ; তবে হয়ত স্বামীর ঔরসজাত নয়—জারজ।

রাজা। জনার্দ্দন—জনার্দ্দন!

শ্রীমন্ত। দুর্বৃত্ত পামর —(সৈন্যগণ বাধা দিল)

খুল্লনা। ওঃ···মা মঙ্গল চণ্ডী···আমায় মৃত্যু দাও মা—মৃত্যু দাও!

শ্রীমন্ত। মা—মা···তোমায় মরতে আমি দেবনা। তোমার এ মিথ্যা কলঙ্ক স্খালনের জন্য যদি আমায় মৃত্যুর পারাবারে পাড়ি জমাতে হয়—আমি সেই মহামৃত্যুর বুকেও ঝাঁপিয়ে পড়ব··· আমার পিতৃ পরিচয় জানব, তোমায় কলঙ্ক মুক্তা করব! এস···শীঘ্র এস মা,···আমার হাত ধরে—

[খুল্লনা সহ প্রস্থান।

অভি। ওরা চলে গেল! বাধা দিন মহারাজ।

রাজা। না—না! নির্ম্মম নিয়তি ওদের যে আঘাত দিল তার তুলনায় রাজদণ্ড তো অতি তুচ্ছ! এসো বন্ধু, আমরা বিদ্যাগৃহে রাধার কাছে ফিরে যাই।

জনা। চল—

অভি। ওকি···অকস্মাৎ ওকি—অগ্নি শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল?

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈ। দস্যুদল বিদ্যায়তন আক্রমণ করেছে! তারা চারি দিকে আগুন লাগিয়ে রাধাকে নিয়ে পালাচ্ছে।

জনা। সেকি—আমার রাধা—আমার রাধা—

অভি। যাবেন না—উন্মাদের ন্যায় সে অগ্নিকুণ্ডে আপনি ঝাঁপ দেবেন না।

রাজা। অভিরাম, জনার্দ্দনকে দেখো···আমি যাচ্ছি।

[সসৈন্যে প্রস্থান।

জনা। আমি যাবো, আমার রাধা পুড়ে মরল! রাধা—রাধা—

অভি। রাধা ওদিকে নয়, রাধা এইদিকে! আসুন—

জনা। কোথায়···কোথায় রাধা?

(অভিরামের বংশী ধ্বনি ; সৈনিকদের প্রবেশ ও জনার্দ্দনকে বেষ্টন)

জনা। একি! এ কার সৈন্যদল আমায় বেষ্টন করল? একি! এরা যে আমারই বিদ্যায়তনের ব্রহ্মচারী! শীলভদ্র, তোমায় না আমি একদিন নদী গর্ভ হতে বাঁচিয়েছিলাম! তুমিও এই বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে!

অভি। এরা আমার অনুগত সৈন্য। এদের সঙ্গে দ্বিরুক্তি না করে চলে এস ব্রাহ্মণ।

জনা। কোথায়?

অভি। সিংহলে।

জনা সিংহলে! অভিরাম! বিশ্বাসঘাতক!

অভি। বিশ্বাসঘাতক নই; আমি সিংহলেশ্বর শালিবাহনের বিশ্বস্ত সেনানী। আমারই ইঙ্গিতে বিদ্যায়তনে অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে; কৌশলে রাজা বিক্রমকেশরীকে এখান হতে সরিয়ে দিয়েছি। এবার কেউ নেই তোমার স্বপক্ষে দাঁড়ায়! হে সিংহলেশ্বরের চির শত্রু, তোমায় যেতে হবে আজ আমাদের সঙ্গে সিংহলে!

জনা। কিন্তু আমাকে দিয়ে কি করবে? আমায় বন্দী করবে? বধ করবে? যা করতে হয় কোরো···কিন্তু তার আগে ঐ অগ্নিকুণ্ড হতে রাধাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে দাও। আমার অভাগিনী মাতৃহারা কন্যাকে বাঁচাতে দাও! রাধা—রাধা—

অভি। রাধা—রাধা! হাঃ-হাঃ—যাও···নিয়ে যাও! হাঁ, যাবার পূর্ব্বে শুনে যাও ব্রাহ্মণ, রাধা ওখানে নেই। নিয়ে যাও।

[জনার্দ্দনকে লইয়া দুজন সৈনিকের প্রস্থান।

১ম সৈ। ওই—ওই শ্রীমন্ত পাহাড়ের ওপর দিয়ে পালাচ্ছে। ও আমাদের দেখতে পেয়েছে। ও হয়ত রাজা বিক্রম-কেশরীকে—

অভি। ওকে যেতে দিওনা। পাহাড়ে উঠে বন্দী কর—বন্দী কর—

[প্রস্থান।

[পর্ব্বত শিখরে শ্রীমন্ত ও খুল্লনা]

শ্রীমন্ত। ওরা আমাদের ধরতে ছুটে আসছে। আমি মরি ক্ষতি নাই; কিন্তু কেমন করে তোমায় রক্ষা করি মা?

খুল্লনা। ভয় কি বাবা! বিপত্তারিণী মা মঙ্গল চণ্ডীকে ডাক! চণ্ডীকে রক্ষা কর! চণ্ডীকে রক্ষা কর!

অভি। (পাহাড়ে উঠিয়া) ধর—ধর—

(বেদেনীর প্রবেশ)

বেদেনী। ধরবি···ধর দেখি কেমন করে ধরতে পারিস···হাঃ-হাঃ-হাঃ···

(বজ্রপাত! পর্ব্বত দুই ভাগ হইয়া গেল। বিরাট গহ্বর মধ্যে লাক্ষা প্রবাহ বহিল। শত্রুসৈন্য পরপারে থমকিয়া দাঁড়াইল।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কীর্ত্তিবাস মাঝির গৃহ।

কাদম্বরী

কাদ। রাগ কইর‍্যা সারাডা দিন অন্ন জল ছুঁইলেন না। বাড়ন্ত ভাত ফালাইয়্যা ঠাডাপড়া রৈদে টো-টো কইর‍্যা বেড়াইলেন। শাউড়ী আমারে কন্—বউ-মা, সে যহন আসে আসুখ; তুমি খাইয়্যা নাও। সে উপাসে কাটাবি, কোন পেরাণে আমি ভাত মুহে তুলি! আইয়োতি ইস্ত্রীর উপাস দিতি নাই, সোয়ামীর অমঙ্গল হয়; মুই এক দানা ভাত মুহে ছোয়াইছি শুধু। থাউক মনে—ক্ষিদা-তেষ্টা গোল্লায় দিছি। একবার যদি এই সাঁঝ রাইতে সে ঘরে ফির‍্যা আইস্যা—(নেপথ্যে কালুর কাসি) কার কাসির আওয়াজ?

কালু। (নেপথ্যে) ঘরে কেডা?

কাদ। ওমা! আইস্তা পড়ছে!

কালু। (নেপথ্যে) ঘরে কেডা?

কাদ। দ্যাহ্, ক্যাম্বায় সোর পাড়ে! আউ! বাড়ীর মনিষ্যি ট্যার পাবি যে এহুনি। রও, রাগ পড়ে নাই এহনও! আমারও শক্ত হতি হল। তা-না হলি, নরম মাটী পাইয়্যা কেঁউছ্যা বাইয়া উঠফি।

(কালুর প্রবেশ)

কালু। এই যে! ইস্! দিন কাবার কইর‍্যা রাইতের বেলা ঘরে আলাম—তাও আড়াই হাত ঘোমটা টাইন্যা দ্যালেন! বলি, শোনছো! ও কীর্ত্তিবাস মাঝির বেটার বউ,—শোনছো?

কাদ। কয়েন না—কি কবেন!

কালু। আমি তোমার বাপের বাড়ী গেছেলাম!

কাদ। সেই হ্যানেই থাকলি হত—আবার বাড়ী আসছেন কেন!

কালু। বাড়ী আসফোনা! তুমি—তুমি যহোন নাই!

কাদ। আমি না থাকলাম! কথায় কয়, শ্বশুর বাড়ী মধুর হাড়ি।

কালু। শ্বশুর বাড়ী মধুর হাড়ি, থাহেন যদি তথায় ইস্তিরি! নিদেন পক্ষে এট্টা ডাগোর ডোগর ছোট্ট শালী! কিন্তু শ্বশুর ঠাহুরের কন্যার মধ্যে কেবল তুমি…আর পুত্তুরের মধ্যি বাথানের এগারডা দামড়া বাছুর!

কাদ। এগারডা দামড়া বাছুর যদি আমার বাবার পুত্তুর হয়…তা হলি গুনতি ভূল কর্চ্ছেন। তেমন পুত্তুর তার এগারডা না… বারডা—

কালু। বারডা!

কাদ। হ। মনে নাই সতারই ফাল্গুন এই বাড়ীর থিক্যা তিনি বাথানের জন্যে আর একটাও কড়ি দিয়া কেনছেন!

কালু। সতারই ফাল্গুন এবাড়ীর থিহ্যা দামড়া কেনলো কোহানে? সে রাইতে তো আমার বিয়্যা—ও বুঝছি! আমারে উল্টা খোচা দেলো! আমি দামড়া! তা কতি পারে; রাগডা আমার দামড়া বাছুরেরই মত। হবো নাকি আবার রাগ?

কাদ। থাউক—আর রাগ হইবেন না। আসেন, ভাত খাবেন।

কালু। না—আমি খাব না!

কাদ। লক্ষী, রাগ কইরো না! খাবা আইসো—তোমার পায়ে পড়ি ছাবতা—

কালু। দামড়া আবার দ্যাবতা হয় ক্যাম্বায় ?

কাদ। আমার বাপের পুত্তুর তুইল্যা কথা কইল্যা—তাই রাগের মাথায় কইছি ! আমারে মাফ করো ; তুমি কি জান না, তোমার থিক্যা বড় দ্যাবতা আমার আর কেউ নাই ?

কালু। ইস্ ! খাইছে—খাইছে ! ইয়ারেই কয় বাঙ্গালীর ইস্তিরি। কথায় যেমন ঝাজ—তেমন মিঠা ! বউ তো না···জানি পাথরের বাটী বোঝাই কাসুন্দি দিয়্যা মাহা কাচা মিঠা আম ! বাইরের রৈদের তাপে ঘামাইয়া আইস্যা···ইচ্ছা হয় ঐ পাথরের বাটী এহেবারে জিহ্বা দিয়া চাইটা চুইটা খাই !

কাদ। থাউক—রাইত কইরা বাসি প্যাটে আম মাহা খাইতে হবে না। আমি ভাত নিয়া আসি—

কালু। না-না হোনো ! শ্বশুর বাড়ী থিহ্যা খাইয়্যা প্যাটটা এহেবারে ডোল কইরা আইছি—আর ভাত খাব না। তুমি তামুক আনো।

কাদ। অল্প দুইডাও খাবা না ?

কালু। না, কলাম কি ! হ্যাষে কি রাইত দুফুরে গাড়ু হাতে মাঠে ছোটবো ? তামুক আনো।

কাদ। বইসো তয়—

কীর্ত্তি। (নেপথ্যে) বৌমা আছেন নাকি ঘরে···বউ-মা !

কাদ। ওমা···শ্বশুর ঠাউর···

কালু। অ্যাঁ ! বাবা ! এই ঘরে আসফে নাহি ?

কাদ। শ্বশুর ঠাউর শোনছেন্···তুমি রাগ কইর‍্যা বাড়ীর বাইর হইছ। তাই হয়তো তোমার খোঁজে আসতেছেন !

কাল। সর্ব্বনাশ ! মুখ দেখাই ক্যাম্বায় ?

কীর্ত্তি। (নেপথ্যে) আমি এট্‌টু কথা কইতে আলাম বৌমা !

কালু। কোহানে পালাই—কও দিনি শিগগির ?

কাদ। ঘরে আর তো কিছু নাই—ওই ময়দার বস্তার মধ্যি যাও। শীগগির ডোহো—আমি বস্তা বন্দী করি···চুপ কইর‍্যা থাইহো—নইড়ো না। (বস্তা বন্দী করন)

কীর্ত্তি। (নেপথ্যে) আসবো নাকি বৌমা ?

কাদ। আসেন বাবা !

কীর্ত্তি। এই যে, একলা বইস্যা আছ মা ! দামড়াডা এহনো ঘরে আলো না ! ভাইবো না মা, এটটু আগে বাড়ীতে ঢুকতি দেখছি ; যাবে কোহানে ? এমন লক্ষ্মী মার উপর সেই বলদের বাচ্চাডা রাগ করে ! যেমন বুদ্ধি—ঘরে আসে নাই যহন, হয়তো গোয়াইলে বইস্যা খ্যাড় কুটা জাবর কাটতেছে। থাউকগ্যা, শোন মা, একটা কাজের কথা কই ; ধনপতি সদাগরের পোলা শ্রীমন্ত সদাগর সিংহলে বেসাতী করতে যাইতেছে। আমাগো মাল্লা হইয়া যাইতে হবে। কথায়-কথায় বোঝলাম···আমাগো বাইদানী যে সোনার কবচটা দিছিল···সেডি শ্রীমন্তেরই জন্ম-নিশানা ! কবচ পাইয়্যা শ্রীমন্তের আহ্লাদ দ্যাহে কে ? গায়ের থিক্যা শাল জোড়া খুইল্যা আমারে বকশিশ্‌ করলেন ! নে মা, শাল জোড়া আমার সেই দামড়াডারে গায়ে দিতি দিস্‌। (কাদম্বরীর শাল গ্রহণ)। হ্যাঁ, কাযের কথা—শ্রীমন্ত সদাগরের নাও কাইল কালাপানীতে ভাসাবে—আমাদের যাত্তি হবে নাও বাইয়্যা—তোমার মত আছে তো মা ?

কাদ। আমার আবার মত কি বাবা ?

কীর্ত্তি। ঐ দামড়াডারে ছাইড়্যা দিতে হবে—তাই শুধাচ্ছি!

কাদ। বাবা!

কীর্ত্তি। সমুদ্দুর পারি দেব···তাথে আপদ বিপদের ভয় পাই না মা! ভয়, কেবল নতুন বিয়্যা হইছে—লজ্জা করিস না মা, এই বুইড়্যা পোলার কাছে সরম কি? কাউল্যারে নিয়া গেলে কান্দবি তো না?

কাদ। বাবা! আপনি এই বুড়্যা বয়সে সমুদ্দুরে যাবেন—কান্দন পাবে বুইল্যা জোয়ান সোয়ামীরে কাছে ধইর্যা রাখবো··· তেমন মাইয়্যা আপনার কাদম্বরী নয়। আপনি যেহানে যাবেন—তারেও সাথে কইরা—

কালু। [বস্তার মধ্য হইতে] উহুঁ-উহুঁ-উহুঁ—

কীর্ত্তি। ওকি! কিসের আওয়াজ! ওকি! ময়দার বস্তাডা অমন নইর্যা ওঠল ক্যান?

কাদ। ও কিছু না বাবা! আপনি যাইয়া বিশ্রাম করেন গিয়া।

কীর্ত্তি। তা যাইতেছি—কিন্তু বস্থা নড়ে ক্যান?—

কাদ। ঘরে অনেক ইন্দুর হইছে।

কীর্ত্তি। ইন্দুর! সর্ব্বনাশ! বস্তাডা তয় বাইরে রাইহা দেই—

কাদ। আইজ থাউক না; কাইল নেবেন—

কীর্ত্তি। কাইল আবার কেন? কাইল বুইল্যা কোনো কাজ ফালাইয়া রাখতে নাই মা। আইজই—

কাদ। বাড়ী আসুক তয়···বস্তা সেই নেবে হানে! আপনি বুড়া মানুষ; কেন আবার নিজে—

কীর্ত্তি। বুড়া! হাঃ হাঃ হাঃ! বুড়া হইয়া চোহে একটু কম দেহি সত্যি; কিন্তু তা বইল্যা এহোনো দু'তিন মন ভারী জিনিষের

বোঝা নিজে নিতে পারব না…জোয়ান মর্দ্দ পোলার জন্যে ফালাইয়া রাখব, তেমুন অকম্মা হই নাই মা! লক্ষ্মী মায়ের রান্ধা দেড়সের চাউলের ভাত এহোনো দুই বেলা হজম কইরা থাহি। চাইয়া দেহ, ময়দায় বস্তারে কেমন তুল্যার বস্তার মত তুইলা নেই—(বস্তা তুলিতে গেল)

কালু। (বস্তার মধ্যে) গোঁ…গোঁ—

কীর্ত্তি। ও বউমা! ময়দার বস্তা দেহি গোঁ গোঁ করে! আওয়াজ করে…এ আবার কেমুন ময়দা?

কালু। ময়দায় আওয়াজ করে না বাবা! বস্তায় ইন্দুর ঢোকছে।

কীর্ত্তি। কেডারে কথা কয়! বস্তার মধ্যে কেডা—

(বস্তা খুলিতে ময়দা মাখা কালুর বাহিরে আগমন)

কীর্ত্তি। কি সর্ব্বনাশ, কেডা তুই! কাউল্যা!

কালু। আইজ্ঞা না! ইন্দুরের গন্ধে বস্তায় ঢুকছিলাম আমি একটি হুলা বিলাই—

কীর্ত্তি। হুঁ! অপদার্থ—হুঁ!

[প্রস্থান।

কাদ। আউ আউ! কি ঘেন্না…কি লজ্জা! হশুর ঠাউর কি ভাবলেন—

কালু। তোমার জন্যিই তো কাণ্ডটা হল!

কাদ। আমার জন্যি!

কালু। তুমি বোহার মত আমারে সিংহল পাঠাইতে মত দিয়া বসলা…তাইতো অসহ্য হইয়া লইড়া উঠলাম—তাইতো কথা কলাম! তুমি যদি কইতা, আমার সোয়ামী গেলে আমি বাঁচব না বাবা—তা হইলে বাবাও আমারে নিতি

চাইতো না···আমারো বন্তার মধ্যি লড়তে হইত না। ক'লা কেন অমন কথা ?

কাদ। আউ ! হশুর ঠাকুর ! তিনি চান তাঁর পোলারে সাথে লইতে ; গলা কাইট্যা ফালাইলেও না কথি পারি !

কালু। কিন্তু আমি বিদেশে গেলে তুই কান্দবি না ?

কাদ। তাকি তুমি জাননা ? একদণ্ড তোমারে চোহের বাইর কর্লি-আমার পৃথিবী আন্ধার হয়—আর—আর কতদিনের জন্যি যাবা ! ওগো, তদ্দিন আহাশে চান্দ সুরুজের মুখ বুঝি আর শ্যাখবো না ! কেবল ম্যাঘ···কেবল আন্ধার—

কালু। জানি বউ, জানি ! তাইতো বিদেশ যাইতে মন সরে না !

কাদ। না, আইস গিয়া ! পরাণ পোড়ে বুইল্যা পুরুষ মানুষেরে আচলে বাইন্দ্যা রাখতি নাই ! আমি উজানীর ধনপতি সাধুর ইস্ত্রী খুল্লনা ঠাকরুণেরে মা মঙ্গল চণ্ডীর বত্ত করতে দেখছি। আমুও সেই মত মা মঙ্গল চণ্ডীর ঘট পাইত্যা বত্ত করব··· মঙ্গল চণ্ডীর সিন্দুর মাথায় দেব। তুমি সমুদ্দুরের পারে যেহানেই যাও···সেই সিন্দুরের ফোটা তোমারে আবার শ্যাশে ফিরাইয়া আনবে—

কালু। তাই করিস্ বউ···তাই করিস্ ! আয়, বাবা হয় তো এখন শুইয়্যা পড়ছে। লজ্জা কি ? আর একদিন পরে তো চইল্যাই যাবো ; এই জোচ্ছনা রাইত তো আর ফিরা পাবো না ? আয় বউ, আইজ আমারে তোর মিঠা গলার একটা গীত শোনা—

(কাদম্বরীর গীত)

ভাটীর দেশে মন পবনের নায়
ভেসে গেছে নিদয় বন্ধু ভাসায়ে আমায় !!
হিজল বিছানো পথে…রাঙায়ে চরণ
এসেছিল বন্ধু আমার…শ্যামল বরণ ;
নিশি না হইতে ভোর রাখালীয়া মনচোর
কোন পরাণে লইল বিদায় !!
তার বাঁশের বাঁশী আজো কাঁদে ময়নামতীর চরে
দরদীয়া বনের কুসুম ঝুরু ঝুরু ঝরে,
শঙ্খ-নদী কাঁদে সাথে, কাঁদে পঙ্খিনী কুলায় !!

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্যামল কিশোরের মন্দির

(বেদেনী বেশে চণ্ডী ও রাধা)

চণ্ডী। শান্তি পাওনি মা ?

রাধা। শান্তি ! মনে হয়, আকাশে আমার যে ঝড় ঘনিয়ে এসেছে— এ ঝড় বুঝি আর থামবে না। সামনে অনন্ত আঁধার ঘেরা রাত্রির যবনিকা ! এ কাল রাত্রির শেষে বুঝি আর নূতন উষার আলো দেখতে পাবো না !—

চণ্ডী। মা—

রাধা। কেন আমায় তুমি আনলে বেদেনী, অভিরামের চালিত সেই দস্যুদলের হাত থেকে উদ্ধার করে! শ্রীমন্তের কাছ থেকে ধরে নিয়ে ওরা হয়ত আমায় হত্যা করত! না হয় মরতাম…হ্যাঁ, মরাই ছিল আমার ভাল…কেন—কেন তুমি মায়াবলে তাদের স্তম্ভিত করে আমার প্রাণ বাঁচালে? কি হবে এ নিষ্ফল জীবন বাঁচিয়ে?

চণ্ডী। পৃথিবীর কাজে যে জীবন নিষ্ফলা হয় মা,—তাই লাগে দেবতার কাজে! মানুষ যাকে গ্রহণ করতে পারে না…গ্রহণ করতে জানে না…তাকে গ্রহণ করেন দেবতা! তাই তোকে লুকিয়ে এনে এই শ্যামল কিশোর মন্দিরে আশ্রয় দিয়েছি—

রাধা। কিন্তু আমি যে আমার মন ঐ পাথরের ঠাকুরকে অর্পণ করতে পারি না! কত চেষ্টা করি…এই তিন দিন ধরে কেঁদে কেঁদে কত ডেকেছি…কিন্তু ওই পাথরের ঠাকুর যে কথা কয় না—কিছুতেই সাড়া দেয় না!

চণ্ডী। ডাকার মত ডাকলে সাড়া কি না দিয়ে পারে? তুই তা হলে নিশ্চয় ঠাকুরের জন্যে ঠাকুরকে ডাকিস নি কখনো—

রাধা। তবে কার জন্যে ডেকেছি!—

চণ্ডী। তুই নিজেই ঠিক করে বল না?—

রাধা। আমি—আমি জানি না! আমার প্রাণ ব্যাকুল…আমার হতভাগ্য পিতার সংবাদ জানতে!—

চণ্ডী। কে! জনার্দ্দন পণ্ডিত! তাকে ত অভিরাম বন্দী করে সিংহল যাত্রা করেছে—

রাধা। অ্যাঁ! সে কি! কেন?

চণ্ডী। তার মনের মধ্যে ত ঢুকিনি মা? বেদেনী···পথে পথে সওদা করে ফিরি···পথে চলতে সেদিন দেখলুম, অভিরাম জাহাজে করে পালাচ্ছে তোর বাবাকে নিয়ে—

রাধা। হয় তো আমারই জন্যে···হয় তো আমায় ধরতে পারে নাই—সেই আক্রোশেই আমার বৃদ্ধ পিতাকে···ওঃ বাবা! এ অভাগিনী রাধার জন্য এই শেষ জীবনে তোমাকে—

চণ্ডী। কাঁদিস্ নে মা,—কেঁদে কি ফল হবে বল ত?

রাধা। না কাঁদব না! সত্যিই তো···কেঁদে কি করব? মন্দ অদৃষ্ট নিয়ে জগতে এসেছিলুম— চোখের জলে তো সে অদৃষ্টকে ধুয়ে নিতে পারব না!

চণ্ডী। মা—

রাধা। বেদেনী, এতই যখন কর্ল্লে,—আমায়···আমায় আর একটা সংবাদ দেবে?

চণ্ডী। কি?

রাধা। শ্রীমন্ত কোথায় জান?—

চণ্ডী। ঐ টা মাফ করতে হবে, শ্রীমন্তের ভাবনা তোমায় ছাড়তে হবে—

রাধা। শ্রীমন্তের ভাবনা ছাড়ব! তুমি বুঝবে না···তুমি বুঝবে না বেদেনী! জীবনে কাউকে হয়ত কখনো এমন করে ভালবাসনি; তাই জান না···নারীর ভালবাসা—তার প্রিয়তমের জন্যে বিশ্ব সংসার ত্যাগ করতে পারে···তবু প্রিয়কে ত্যাগ করতে পারে না!—

চণ্ডী। কি জানি মা! আমার আবার পাগলা স্বামী নিয়ে ঘর। তার ভালবাসার প্রমাণ পাই শুধু সিদ্ধি আর ভাঙ্গ বেটে

দিই যখন। নইলে সারাদিন ভর···কোন্দল—আর কোন্দল!

রাধা। সে কি বেদেনী!

চণ্ডী। তাইতো ঝগড়া ঝাটি করে তাকে ছেড়ে এসেছি! এখন সে ছাই মেখে শ্মশানে মশানে তপস্যা করছে! তুইও তোর শ্রীমন্তকে ছেড়ে দে না—দেখবি, সে সাগর পেরিয়ে সিংহল যাবে···তথায় তার দ্বারা জগতের কত কল্যাণ হবে!—

রাধা। বেদেনী—

চণ্ডী। বড় কষ্ট হবে···না? কি করবি মা, মেয়ে মানুষের জন্মই কষ্ট করতে। আত্ম ত্যাগেই নারীর সুখ···জগৎ কল্যাণে আত্ম-বলি দেয় বলেই নারী হলেন জগন্মাতা। আমি জগন্মাতা···জগন্মাতা তুই···ঘরে ঘরে যত নির্য্যাতিতা নিপীড়িতা নারী···সবাই জগন্মাতা! ওরে, আত্ম বলি দে··· তোকে আত্ম বলি দিতে হবে! শ্রীমন্তকে ত্যাগ করতে হবে! জগন্মাতার পূজার ফুল সে···জগন্মাতার পূজার ফুল···

[প্রস্থান।

রাধা। বেদেনী, বেদেনী, শোন, শোন···রহস্যময়ী বেদেনী চলে গেল! জগন্মাতার পূজার জন্যে আমায় আত্ম বলি দিতে হবে! শ্রীমন্তকে ত্যাগ করতে হবে! কেমন করে ত্যাগ করব? ওগো শ্যামল কিশোর, পারবে? পারবে এই নিষ্ফল জীবনের বোঝা বহন করতে? সত্যই কি দেবে আমায় ঐ বিগ্রহ পূজার অধিকার।

(গীতকণ্ঠে ব্রজরাণীর প্রবেশ)

গীত

এবার দাও, দাও গো আমায় পূজার অধিকার।
খুলে দাও দাও, গো তোমার মন্দির দুয়ার।
তোমারি আঁখির প্রসাদ বিলাও প্রভু
সবারে দিন যামিনী—
তাহারি আড়াল হতে একটু পেলে
এ জীবন ধন্য মানি।
ছাড়গো নিঠুর খেলা—কোরো না আমায় হেলা
জ্বালাব দেহের প্রদীপ অঙ্গণে তোমার।

[প্রস্থান।

রাধা। হ্যাঁ, আমি এ দেহকে প্রদীপ করে জ্বালাব···সমস্ত বাসনা কামনার পঞ্চদীপে তোমায় আরতি করব! তা হলে কি আমায় গ্রহণ করবে তুমি? শ্যামল কিশোর···শ্যামল কিশোর—

শ্রীমন্ত। (নেপথ্যে) ওই—ওই তার কণ্ঠস্বর শুনছি! ওই তার কণ্ঠস্বর—

রাধা। শ্রীমন্ত! (লুকাইল)

(শ্রীমন্ত ও খুল্লনার প্রবেশ)

শ্রীমন্ত। রাধা—রাধা—কোথায় রাধা!

খুল্লনা। কোথায় রাধা! তুমি আবার আত্মহারা হয়ে দিবা স্বপ্ন দেখছো শ্রীমন্ত!

শ্রীমন্ত। দিবা স্বপ্ন!

খুল্লনা। পুত্র, তোমার সপ্তডিঙ্গা মধুকর প্রস্তুত!

শ্রীমন্ত। চলো মা, ঐ শ্যামল কিশোরের বিগ্রহকে প্রণাম করে এখনি আসছি!

খুল্লনা। শ্রীমন্ত!

শ্রীমন্ত। তুমি ব্যথিত হয়ো না মা। হঠাৎ অনেক দিনের অভ্যাস ভুলতে পারি না,–তাই রাধাকে ডেকে ফেলি! কিন্তু এ তুমি নিশ্চিত জেনো মা,—যে দুরাচার জনার্দ্দন পণ্ডিত আমার মাতাকে অপমান করেছে···এ জীবনে সেই জনার্দ্দন পণ্ডিতের কন্যার সঙ্গে আর আমি কোন সম্পর্ক রাখব না—কিছুতেই না!

খুল্লনা। নারী-জীবনে তার চেয়ে বড় অপমান, বড় লাঞ্ছনা আর নেই! তোর পিতা ফিরে এলে আমার সেই কলঙ্ক কালিমা ধৌত হবে—এই আশায় তোকে সিংহলে পাঠাচ্ছি শ্রীমন্ত! নইলে···ওরে···ওরে—তুই যে আমার অন্ধের যষ্ঠী; তোকে যে আমি প্রাণ ধরে সে কাল সাগরে পাঠাতুম না!

শ্রীমন্ত। মিথ্যা কলঙ্কের ভয় কর কেন মা? সে কলঙ্ক তো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কীর্ত্তিবাস মাঝির কাছে আমার এই হারানো কবচ পেয়ে!

খুল্লনা। শ্রীমন্ত!

শ্রীমন্ত। কেঁদো না মা,—এ দুঃখ নিশা তোমার শীঘ্রই অবসান হবে! পিতা যেখানেই থাকুন···আমি তাঁকে নিশ্চয় গৃহে ফিরিয়ে আনব!

খুল্লনা। ফিরিয়ে আনবি—আমি জানি—তুই ফিরিয়ে আনবি! মা মঙ্গল চণ্ডী আমায় বলেছেন! আর বলেছেন···তোর দ্বারা

আসমুদ্র হিমাচল পর্য্যন্ত আমার ইষ্ট দেবী মা চণ্ডীকার মহিমা প্রচারিত হবে—জগতের পরম কল্যাণ হবে! তোকে কি ধরে রাখতে পারি? আয় বাবা, শীঘ্র আয়, আমি চণ্ডীর ঘটে সিন্দুর পল্লব দিয়ে তোর যাত্রা মঙ্গল রচনা করিগে!

[প্রস্থান।

(শ্রীমন্ত বিগ্রহ প্রণাম করিতে সোপানে উঠিল ; রাধা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহার প্রার্থনা শুনিতে লাগিল ও চোখে মুছিতে লাগিল।)

শ্রীমন্ত। শ্যামল কিশোর, শুনেছি তুমি অন্তর্যামী প্রেমের দেবতা! তা যদি হয় আমার অন্তরের বেদনা তো তোমার অজানা নয় প্রভু!…রাধাকে আমি গ্রহণ করতে পারি না—তবু তার স্মৃতির তাড়নায় কেন আমায় এমন বিকল কর তুমি! তাকে তুমি শান্তি দাও…তাকে আমার স্মৃতি ভুলিয়ে দাও! সে আমায় আকর্ষণ করলে আমি পিতার সন্ধান পাব না… পুত্র হয়ে আমায় মাতৃ অপমান সহ্য করে থাকতে হবে…জীবন আমার অভিশপ্ত হবে। শ্যামল কিশোর, যদি তুমি প্রেমস্বরূপ হও তো রাধাকে আমার জীবনের ছায়া স্পর্শ করতে দিও না…তাকে তোমার পায়ে তুলে নিও… তোমার পায়ে ঠাঁই দিও প্রভু—

(শ্রীমন্তকে উঠিতে দেখিয়া রাধা সরিয়া গেল। শ্রীমন্ত নামিতেই রাধা পুষ্পপাত্র হাতে ফিরিয়া আসিল—)

রাধা। শ্রীমন্ত—

শ্রীমন্ত। রাধা! তুমি এখানে!

রাধা। আমি তো এইখানেই আছি শ্রীমন্ত। ঐ শ্যামল কিশোরের পূজায় আত্ম নিবেদন করেছি—

শ্রীমন্ত। তুমি !

রাধা। বিগ্রহকে নিজের হাতে স্নান করাই · ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিই···ধূপ-ধূনো দিয়ে আরতি করি। আরতি করতে করতে মাঝে মাঝে যেন মনে হয়, আমার প্রাণ-মাধবের নবজলধর তনু অকস্মাৎ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। আকর্ণ বিস্তৃত নীলাব্জ নয়ন দুটী জলভারে টলমল কর্চ্ছে··· রক্তিম ওষ্ঠপুট কাঁপিয়ে শ্যামল কিশোর আমায় যেন বলছেন, ওরে অভাগিনী, ওরে বিশ্ব বঞ্চিতা নারী··· এই তো আমি রয়েছি···এই তো আমি তোকে গ্রহণ করেছি—

শ্রীমন্ত। রাধা—রাধা—তুমি কাঁদছ—

রাধা। বড় আনন্দ—বড় আনন্দ শ্রীমন্ত ! সে আনন্দের কথা মুখে বলতে গেলেও দুই চোখ জলে ভেসে যায়। আমি শান্তি পেয়েছি—জীবনে আমার কোন দুঃখ নেই ; কোন অভাব নেই, কোন কামনাও নেই—

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

রাধা। ও কিসের বাদ্যধ্বনি ?

শ্রীমন্ত। জয়বাদ্য বাজছে—আমি সিংহল যাত্রা করছি রাধা।

রাধা। ও ! বেশ !

শ্রীমন্ত। রাধা !

রাধা। আমি যাই—আরতির সময় হয়ে গেল—

শ্রীমন্ত। শোনো···যাবার সময় তোমাকে দুটো কথা—

রাধা। ঐ—ঐ ঠাকুর বুঝি আমায় ডাকছে ! কি বলছ ? আরতি পাওনি ঠাকুর ? আরতি ? যাই—আমি যাই—

শ্রীমন্ত। রাধা! শোনো—

রাধা। পাথরের ঠাকুর যাকে প্রিয়তম হয়ে ডাকে রক্ত-মাংসে-গড়া মানুষের ডাক সে আর শুনতে পায় না শ্রীমন্ত! ও আহ্বান আমার কাছে অর্থহীন—আমি শ্যামল কিশোরের নিবেদিতা!

(খুল্লনার প্রবেশ)

খুল্লনা। শ্রীমন্ত! কেও—

শ্রীমন্ত। ও রাধা। বিগ্রহ মাধবের পূজারিণী! চল মা, যাই—

[প্রস্থান।

রাধা। আমি রাধা! বিগ্রহ মাধবের পূজারিণী! প্রভু, এ বুকে শ্রীমন্ত যে বেদনার নীল কমল জাগিয়ে গেছে···সে কমল···সে কমল দিয়ে কি তোমার পূজা চলবে না ঠাকুর! শ্যামল কিশোর, শ্যামল কিশোর···নাও, তুমি আমায় নাও—(মন্দির সোপানে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল)

তৃতীয় দৃশ্য

উজানীর পথ।

পল্লী বধূদের গীত।

বাংলা মায়ের সোনার ছেলে আসবে উজান বায়ে
শঙ্খ ধবল পাল উড়ায়ে ময়ূরপঙ্খী নায়ে।
সাত সাগরে লক্ষ্মীমাতা সাজান শুভ বরণ ডালা,
বাংলা দেশের ছেলের গলে দিবেন আপন আশীষ মালা।
মুক্তা, মানিক, রক্ত-প্রবাল আনবে সে যে স্বর্ণ মৃণাল;
বিপুলা ধরার পূজা ফুলহার রাখবে মায়ের পায়ে।

[গীতান্তে প্রস্থান।

(চণ্ডী ও পদ্মার প্রবেশ)

পদ্মা। দেবি, শ্রীমন্তকে বিদায় দিয়ে এলে?

চণ্ডী। বিদায় দিয়ে এলাম কি? আমাদের তো তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে!

পদ্মা। তার প্রয়োজন কি! তোমার কৃপায় পথে তো কোন বিপদ তার কেশাগ্র স্পর্শ করবে না! তবে আর সঙ্গে থেকে—

চণ্ডী। তবু যেতে হবে—কালীদহে যেখানে ধনপতির সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর ডুবেছিল…অতল সাগরতল হতে আবার সে রত্নপূর্ণ তরণীগুলি শ্রীমন্তকে তুলে দিতে হবে। আর—আর শ্রীমন্ত সিংহলের রত্নমালা ঘাটে পৌঁছিবার আগে কালীদহের জলে তাকে একবার দিব্যমূর্ত্তিতে দেখা দিতে হবে!

পদ্মা। কি মূর্ত্তিতে দেখা দেবে দেবি?

চণ্ডী। কমলে কামিনী মূর্ত্তি—

পদ্মা। কমলে কামিনী!

চণ্ডী। হ্যাঁ! বিকশিত কমল দলে অবস্থিতা দিব্যাঙ্গণা এক হস্তে গজ ভক্ষণ কর্চ্ছে, আবার উদ্গীরণ করে সেই গজকে অন্য হস্তে মুখ মধ্য হতে বহির্গত করছে। নারীদেহ-লোলুপ মদমত্ত শালিবাহনের রাজ্যে প্রবেশ করে শ্রীমন্ত, শালিবাহনকে সেই কমলে কামিনী মূর্ত্তির কথা বলব। সেই সঙ্কেতে শালিবাহনের যদি সুবুদ্ধির উদয় হয় উত্তম; নতুবা ধ্বংস তার অনিবার্য্য।

পদ্মা। কমলে কামিনী মূর্ত্তির কথা শুনে নারী নির্য্যাতনে ক্ষান্ত হবে··· এ কথার অর্থ?

চণ্ডী। বুঝছ না! পুষ্প-সুকোমলা নারী···বিকশিত পদ্মের ন্যায় সুপবিত্রা নারী; কোমলা হলেও সে সর্ব্বশক্তিময়ী জগজ্জননী। কামলুব্ধ আত্মবিস্মৃত পুরুষ যদি মদমত্ত গজের ন্যায় তার পানে ধেয়ে যায়—কোমলাঙ্গী নারীরূপা বিশ্ব-জননী তাকে অনায়াসে দমন করেন; আবার পরম করুণার্দ্র চিত্তে তাকে ক্ষমা করে' ছেড়ে দেন। এই কমলে কামিনী মূর্ত্তির তাৎপর্য্য—আমি শ্রীমন্তকে দিয়ে শালিবাহনকে বোঝাব। না বোঝে ফল তার শালিবাহনকে ভুগতে হবে।

পদ্মা। দেবি—

চণ্ডী। চুপ—একি পদ্মা! মন আমার সহসা এমন উচাটন হল কেন! কারা আমায় ডাকছে না! দেখতো···দেখতো পদ্মা, তোমার প্রজ্ঞা-দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখতো একবার!

পদ্মা। সিংহল সমুদ্রতটে পঞ্চ বিদ্যাধরী তোমায় পূজা কচ্ছে দেবি।

চণ্ডী। হ্যাঁ; মনে পড়েছে! সিংহল-রাজকন্যা শীলা আজ সমুদ্র স্নানে আসবে। তাই তাকে আমার পূজা মহিমা দেখাবার

জন্যে পঞ্চবিদ্যাধরীকে আমি সিংহলে প্রেরণ করেছি। পদ্মা, আর কাল বিলম্ব নয়...মনোরথ বাহনে আমরা অদৃশ্য মূর্ত্তিতে সিংহল সাগর-তটে যাই...তাদের পূজা গ্রহণ করি এসো—

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সিংহলে শালিবাহনের প্রমোদ গৃহ।

শালিবাহন ও বর্ত্তুল আসীন

(সিংহল নর্ত্তকীদের গীত)

সিংহল দ্বীপ মনে হয় ঠিক নীল-সায়রের রূপ-কমল—
রূপ-কুমারী আমরা তারি মধু রসে টলমল
নব যৌবনে-ভীরু যুবতী প্রেম আবেশে
কবে যৌবনে চপল মতি ভোমরা আসে
ছি ছি ছি ভয় কি ধনি।
দোলে কাল সাপিনী মাথায় বেণী
চোখে কাজল আঁকা তার চাউনি বাঁকা
নয়ন নয় সে যে নীল হলাহল—

শালি। চুপ! চুপ! বর্ত্তুল!

বর্ত্তুল। মহারাজ!

শালি। একটা ভাল কথা মনে পড়েছে বর্ত্তুল! আচ্ছা ভেবে দেখ তো, আমি বাদে এই সমস্ত সিংহল দ্বীপটার অধিবাসিগণ যদি নারী হত? একমেবাদ্বিতীয়ম্ পুরুষ শুধু আমি··· সিংহলেশ্বর শালিবাহন; আর আমার মন্ত্রী সেনা-নায়ক হতে আরম্ভ করে দূত প্রতিহারী সবাই অমনি পীনোন্নত বক্ষ নিটোল য়ৌবন মুঞ্জরিতা তরুণী তন্বী···কেমন হত বল দেখিনি?

আজ্ঞে, সে জন্যে ভাবনা কি? দেশে পুরুষ থাকলেও মহারাজ তো দিনরাতে কদাচিত তাদের দর্শন দান করে থাকেন। সর্ব্বদাই এই সব শ্যালিকারদল আপনাকে বহন করে; তাইতো আপনার নাম শালিবাহন।

শালি। হাঃ হাঃ হাঃ! মন্দ বল নি বয়স্য বর্ত্তুল! কিন্তু ভেবে দেখ, তুমিও যদি নারী হতে!

বর্ত্তুল আজ্ঞে, আমার শোওয়া বসা একই কথা! সুন্দরীদের ধরে আনি আমি—ভোগ করেন আপনি। তাই আপনি হলেন ওদের বর—আর আমি বেচারা শুধু কলঙ্কের ভাগী···বর নই···বরের তুল্য; তাই নাম আমার বর্ত্তুল।

শালি। হাঃ হাঃ হাঃ।

(সেনাপতি মহাকালের প্রবেশ)

মহা। সম্রাট জয়তু।

শালি। কে! সেনাপতি মহাকাল!

মহা। গুরুতর রাজকার্য্যের জন্য সম্রাটের বিশ্রাম—

শালি। আঃ—আবার রাজকার্য্য! দুটী সঙ্কেত নিদর্শনী দিয়েছি তোমাকে আর আমার মেয়ে শিলাকে; তারই সাহায্যে তোমাদের সর্ব্বত্র অবাধ গতি। কিন্তু দেখছি তার ফলে তোমরা আমায় যখন তখন এসে উত্যক্ত করে তুলেছ! এবার সঙ্কেত নিদর্শন দুটী ফিরিয়ে নিতে হবে দেখছি!

মহা। মার্জ্জনা করুন সম্রাট। একবার এই পত্রখানি পাঠ করেন যদি—

শালি। নাঃ। কিছুতেই ছাড়বে না দেখছি! আচ্ছা, বাইরে অপেক্ষা কর…(মহাকালের প্রস্থান) সুন্দরীগণ, তোমরা নূপুর-নিক্কণে নৃত্যলীলা সুরু কর। আমি ততক্ষণ মহাকালের লিপি পাঠ করি।

[নর্ত্তকীদের-নৃত্য।

(পত্র পড়িয়া শালিবাহনের মুখ মণ্ডল বিস্ময়ে পরিবর্ত্তিত হইল)

শালি। আশ্চর্য্য!

বর্ত্তূল। কি মহারাজ!

শালি। যাও…তোমরা নও!—মহাকাল—মহাকাল!

(বর্ত্তূল ও নর্ত্তকীদের প্রস্থান। মহাকালের প্রবেশ।)

মহা। সম্রাট!

শালি। অভিরাম—

(অভিরামের প্রবেশ)

শালি। এ পত্রের তাৎপর্য্য অভিরাম! বিশ বৎসর পরে তুমি আমার মৃত্যু-অস্ত্রের সন্ধান এনেছ; কিন্তু সে মৃত্যু-অস্ত্রকে আয়ত্ত্ব করে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে পারনি অপদার্থ! এইজন্যেই তোমায় ভারতবর্ষে প্রেরণ করেছিলুম!

অভি। ক্রুদ্ধ হবেন না সম্রাট! আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। এই বিশ বৎসর ধরে নানা ছদ্মবেশে ভারতের সর্ব্বত্র বিচরণ করেছি। গৌরবঙ্গের প্রতি আশ্রম মঠ সন্ধান করেছি। শেষে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর জনার্দ্দন পণ্ডিতের বিদ্যায়তনে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধীরে ধীরে অতি কৌশলে তাদের সন্ধান পেয়েছি।

শালি। তবু বালিকাকে ধরে আনতে পারলে না!

অভি। মায়াবিনী কুহকিনী বেদিনী তাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল! কিছুতেই আর দেখতে পেলুম না! তাই শুধু জনার্দ্দন পণ্ডিতকে বন্দী করে—

শালি। জনার্দ্দন পণ্ডিত! মহাকাল, সুদক্ষ সুবিপুল বাহিনী সজ্জা কর। সিংহল রাজকন্যা চন্দ্রসেনার সন্ধান পাইনি···হয়ত সত্যিই সে নেই; কিন্তু তার কন্যা রাধা এখনো জীবিতা! শত্রুর শেষ রাখবো না; প্রয়োজন হয় গৌড়বঙ্গ শ্মশান করে দেব···তবু রাধাকে আমরা বাঁচতে দেব না। যাও···হ্যাঁ সাবধান···স্মরণ রেখো, প্রজা সাধারণ গৌড়বঙ্গ আক্রমণের প্রকৃত হেতু জানতে পারলে বিদ্রোহী হবে···হয় তো আমাকে ত্যাগ করে চন্দ্রসেনার কন্যা ঐ রাধার স্বপক্ষে দাঁড়াবে। সুতরাং খুব সাবধান!

মহা। যথা আজ্ঞা সম্রাট।

[মহাকালের প্রস্থান।

অভি। জনার্দ্দন পণ্ডিতের প্রতি কি আদেশ সম্রাট?

শালি। তাকে—তাকে প্রকাশ্য রাজপথে জীবন্ত শূলে চাপিয়ে···না গোপনে হত্যা করতে হবে···খুব গোপনে! কিন্তু তাতেও তৃপ্তি নাই, আমি চাই পৈশাচিক আনন্দ! হ্যাঁ—হয়েছে···

মনে পড়েছে…কে আছিস্? (প্রহরীর প্রবেশ) বন্দী ধনপতি শ্রেষ্ঠী— [প্রহরীর প্রস্থান।

জনার্দ্দন—

(অভিরামের প্রস্থান ও জনার্দ্দনকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

জনা। একি! উত্তর সিংহলেশ্বর শালিবাহন!

শালি। উত্তর সিংহলেশ্বর নই বন্ধু,—সমগ্র সিংহলেশ্বর!

জনা। আমায়—আমায় কেন আনলে এখানে?

শালি। কেন? অভিরাম, ভীম জল্লাদকে খবর দাও। এই গৃহে যে রক্তাক্ত মৃত দেহটা নিপতিত দেখবে তাকে অগ্নিকুণ্ডে…না অগ্নিকুণ্ডে নয়—মশানে নিক্ষেপ করবে! সেই শবদেহ শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হবে। যাও—

[অভিরামের প্রস্থান।

জনা। কার শবদেহ?

শালি। কেন…তোমার?

জনা। আমার! আমায় বধ করবে! আমি—আমি কি করেছি শালিবাহন?

শালি। কি করেছ! বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা স্মরণ কর ব্রাহ্মণ,—ধনপতি শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে সিংহল ভ্রমণে এসে যেদিন তুমি দক্ষিণ-সিংহলের রাজকন্যা চন্দ্রসেনাকে বিবাহ করেছিলে!

জনা। আমি—আমি তো স্বেচ্ছায় বিবাহ করিনি! সে নিজে আমায় বর-মাল্য দিয়েছিল।

শালি। নিজে!

জনা। অপুত্রক দক্ষিণ সিংহলেশ্বরের একমাত্র কন্যা ছিল ঐ চন্দ্রসেনা; আর তুমি ছিলে উত্তর সিংহলের রাজা। সিংহলের দক্ষিণ

অংশ নিজ অধিকারে আনবার জন্যে তুমি দক্ষিণ সিংহলের রাজাকে হত্যা করেছ!

শালি। এ সংবাদ সিংহলের দ্বিতীয় ব্যক্তি জানে না! তুমি কেমন করে—

জনা। চন্দ্রসেনা আমায় বলেছিল। তার পিতাকে হত্যা করে তুমি বাহুবলে চন্দ্রসেনার হৃদয় জয় করতে চেয়েছিলে। তাকে বিবাহ করে সমগ্র সিংহল অধিকার করতে চেয়েছিলে।

শালি। কিন্তু দাম্ভিকা চন্দ্রসেনা আমায় ঘৃণা করত—পিতৃঘাতী বলে আমায় সে মাল্যদান কর্লে না! গোপনে নিশীথ রাত্রে তার প্রাসাদ অবরোধ করলাম; গুপ্তদ্বার দিয়ে সে পালিয়ে গেল!

জনা।—পথে নামতেই সম্মুখে রাজপথে এই দীন ব্রাহ্মণকে পেয়ে নিরুপায় রাজকন্যা এই ব্রাহ্মণকেই পতিরূপে বরণ কর্লে!

শালি।—করুক—তবু ধরতে পারলে আমি তাকে হত্যা করতাম। দক্ষিণ সিংহলের দ্বিতীয় রাজবংশধর আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না। তাই সমগ্র সিংহল সেই হতে আমার অধিকারে এল। অধিকার পেয়ে গোপনে কত সন্ধান করলাম; তবু তোমাদের ধরতে পারলাম না!

জনা। আমরা সম্বৎসরকাল সিংহলের বন বনান্তরে বন্য পশুর ন্যায় আত্মগোপন করে ফিরেছি। আমাদের দুঃখ রাত্রের আনন্দ চন্দ্রিকা রূপে উদয় হল—শিশু কন্যা রাধা! তাকে বুকে নিয়ে ভারতবর্ষগামী ধনপতি শ্রেষ্ঠীর বাণিজ্য তরণীতে আশ্রয় নিলাম।

শালি। আমি জানি—আমি জানি! সেই তরণী আক্রমণ করবার জন্যে সসৈন্যে সমুদ্রকূলে ছুটলাম; কিন্তু দারুণ তুফান উঠে তরণী অদৃশ্য হয়ে গেল!

জনা। সেই তুফানে ধনপতি ডুবেছে···চন্দ্রসেনা ডুবে মরেছে···শুধু আমি আমার সেই শিশু কন্যাকে নিয়ে এক নাবিকের সাহায্যে গৌড়বঙ্গে ফিরে এসেছি।

শালি। চন্দ্রসেনা মরেছে! কিন্তু তার কন্যাকেও আমি বাঁচতে দেব না! গৌড়বঙ্গ হতে তাকে ধরে এনে হত্যা করব; শত্রুর শেষ রাখবো না। আর—আর—তার আগে আমার পরম শত্রু তুমি···তোমায়ও ধনপতিকে দিয়ে—

জনা। ধনপতি! কোথায় সে? সে তো মৃত!

শালি। মৃত নয়···তুফানে সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে তার মূর্চ্ছাতুর দেহ আবার সিংহলে ফিরে এসেছিল। তোমার সাহায্যকারী বলে এই বিশ বৎসর সে সিংহল কারাগারে বন্দী; জরা জীর্ণ, বিকৃত মস্তিষ্ক, স্থবির। আজ সেই ধনপতিকে দিয়ে—

(ধনপতির প্রবেশ)

ধন। হ্যাঁ হ্যাঁ···আমি ধনপতি, আমি ধনপতি শ্রেষ্ঠী!

জনা। একি! বন্ধু ধনপতি!

ধন। বিশ্বাস হয় না? এই দেখ, নখে আচড়ে আচড়ে গায়ে আমার নাম লিখে রেখেছি। আমার নিজেরই মাঝে মাঝে ভুল হয় কিনা; তাই লেখা পড়ি···আর আমার মনে পড়ে।

শালি। ধনপতি, তুমি মুক্তি চাইতে না? মুক্তি নেবে?

ধন। কেন···বেশ তো আছি! যখন চোখ ছাপিয়ে হঠাৎ জল আসে···তোমার মেয়ে···ঐ কি নাম যেন?

শালি। শীলা।

ধন। হ্যাঁ শীলা! শীলা এসে জল মুছিয়ে দেয়। আবার কয়েদ খানার পাথর ভাঙ্গি···আর শিবের গাজন গাই!

শালি। শোন ধনপতি, মুক্তি নিয়ে দেশে যাবে…স্ত্রী পুত্র আত্মীয় বান্ধবের মুখ দেখবে…আকাশের আলো, পৃথিবীর মুক্ত হাওয়া গায়ে লাগবে—

ধন। হ্যাঁ, বড় ইচ্ছে করে বাইরে যেতে! চাঁদ সূর্য্যের মুখ দেখিনি…কত দিন হবে?

শালি। বিশ বৎসর।

ধন। ওঃ বিশ বছর! আমি যাবো—আমি যাবো—

শালি। তা হলে…যা করতে বলি করবে—

ধন। করব।

শালি। নিশ্চয় পারবে?

ধন। ওঃ! না পারব না। দূর হও, দূর হও—

শালি। ধনপতি!

ধন। সেই চণ্ডী আমায় মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলে, পূজো দে…মুক্তি পাবি।…আমি তাকে দূর করে দিই! শৈব ধনপতি মেয়ে দেবতার পূজো করবে? চণ্ডী পূজো দিতে হবে, না! মুক্তি চাই না! আমি মুক্তি চাই না!

শালি। পূজা নয়—

ধন। পূজো নয়! আঃ, বাঁচালে। বল আর কি কাজ…এখ্‌খুনি বল, এখ্‌খুনি করব।

শালি। এই ছুরিকা গ্রহণ কর।

ধন। তারপর—

শালি। ওকে হত্যা কর।

ধন। দেবে মুক্তি?

শালি। নিশ্চয়।

(ধনপতি অগ্রসর হইল)

জনা বন্ধু···বন্ধু !

ধন। কে বন্ধু ! বন্ধু নাই ! বিশ বৎসরের বন্দী যে···সে যদি মুক্তির আশ্বাস পেয়ে হাতে মুক্ত ছুরিকা পায়···সে বন্ধু হত্যা করতে পারে···মুক্তির জন্যে আত্মহত্যা করতে পারে।

জনা। বন্ধু, বন্ধু !

ধন। হাঃ হাঃ হাঃ—

[ছুরিকাঘাত···জনার্দ্দন পড়িয়া গেল।

শালি হাঃ হাঃ হাঃ ! অভিরাম, গৃহের চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী নিয়ে অবস্থান কর; বাইরের কেউ এখানে প্রবেশ না করে। জহ্লাদ মৃতদেহ নিয়ে যাবে—তারপর ঐ বন্দীর মুক্তি।

[শালিবাহন ও অভিরামের প্রস্থান।

ধন। এসব কি ! রাঙ্গা জবা, রাঙ্গা জবা ! এ যে চণ্ডীর পূজোর ফুল ! ছি ছি···এ কেন হাতে নিয়েছি ! হাত কলঙ্কিত হল ! ধুয়ে ফেলি···জল কোথায়, কোথায় জল ?

(মঙ্গল ঘটসহ শীলার প্রবেশ)

শীলা। কে জল চায় ? একি ধনপতি, তুমি এখানে ! পিতা কোথায় ?

ধন। রাজকন্যা, হাত ধোব, জল দাও।

শীলা। তোমার হাতে কি ! একি···রক্ত ! কি সর্ব্বনাশ ! কাকে নিহত করেছ ?

ধন। করব না ! রাজা বল্লে···হত্যা করলে আমি মুক্তি পাব।

শীলা। হায় পিতা, এই অর্দ্ধোন্মাদ অসহায় শ্রেষ্ঠীকে দিয়ে তুমি শেষে নর হত্যা করালে ! মঙ্গল চণ্ডীর ঘট এনেছি···সমুদ্রতীরে কারা পূজা দিচ্ছিল···বললে মায়ের ঘটের জলে নাকি সব

অকল্যাণ দূর হয়···তাই বাবার জন্যে লুকিয়ে এই জল—আচ্ছা, অসাধ্য যদি সাধন হয়···তবে মৃতও কি প্রাণ পায় না চণ্ডীর কৃপায় ? মা চণ্ডী, বিশ্বাস করব তোর মহিমা···এই মৃতকে যদি প্রাণ দিস মা ! তোর মঙ্গল ঘটের জলে এই মৃতকে যদি প্রাণ দিস—

[জনার্দ্দনকে জল দিল ।

জনা । (উঠিয়া বসিল) একি ! কোথায় আমি ! তোমরা কারা ।

ধন । হাঃ হাঃ হাঃ ! মরাও উঠে বসল···ডোমও মরা নিতে এল ! হাঃ হাঃ হাঃ !

শীলা । তাইতো···ভীম জল্লাদ আসছে ! তুমি শীঘ্র মৃতের ন্যায় শুয়ে পড় । জল্লাদ তোমাকে মৃত জ্ঞানে বহন করে বাইরে নিয়ে যাবে···ওরা মশানে ফেলে দেবে । তারপর ফাঁক বুঝে পালিও । নাও···শুয়ে পড়, শুয়ে পড় শীগগির—

(ভীম জল্লাদের প্রবেশ)

ভীম । একি রাজার বেটী ! লাস্ কোথায় ?

শীলা । (দেখাইয়া) পিতার আদেশ কি দাহ করতে ?

ভীম । না···ভাগাড়ে ফেলে দিতে ।

শীলা । হ্যাঁ, তাই কোরো । সাবধান···দাহ কোরো না । মশানে ফেলে দিও ! এই নাও রত্নহার !

[রত্নহার প্রদান ।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিংহল সমুদ্র তট

(রাজকন্যার সখীদের গীত)

সাগর সিনানে চল নব কামিনী
মরাল গামিনী ধনি চোখে মৃগ চাহনি
ঢেউগুলি ভেঙ্গে পড়ে সাগর বেলায়
হাত ছানি দিয়ে ডাকে সুন্দরী আয়
শীতল লহর বুকে নিটোল হৃদয় রেখে
গোপন না বলা কথা—চল নীরবে শুনি
ঝলকিছে নীলজল নাগরীলো চল চল
আসিবে দিনের শেষে মধু যামিনী !—

(গীতান্তে রাজকন্যা শীলার প্রবেশ)

শীলা। সখি !

১মা সখী। এই যে রাজকন্যা ! শীলা গ্যাখ সখি, ঐ—ঐ রত্নমালার ঘাটে···

১মা। একি সখি ! তুমি কাঁপছ কেন ?

শীলা। না···দূর···কাঁপব কেন—শোন তোরা, আমার চতুর্দ্দোলার কাছে অপেক্ষা করগে। হ্যাঁ, শ্যামলী, তুই একবার যা তো সখি, শুধিয়ে আয় রত্নমালার ঘাটে ও কাদের মধুকর এসে ভিড়েছে ! বণিকের নাম কি···কোথায় ঘর সব শুনবি—

১মা। অ্যাঁ এই ব্যাপার! আসল কথা বণিককে দেখে মরেছ!

[প্রস্থান।

শীলা। সত্যিই কি সুন্দর সুঠাম দেহ ঐ তরুণ শ্রেষ্ঠী পুত্রের! পুরুষের এত রূপ যেন জীবনে কখনো দেখিনি—কে এল? রত্নমালার ঘাটে কে এল! আমার জীবনের ঘাটে কে এসে মধুকর বাঁধল।

(শীলার গীত)

ঘুম নগরের পাষাণ কারায় ছিল ঘুম কুমারী শুয়ে—
রাজার কুমার জাগালো যে তার জীয়ন কাঠি ছুঁয়ে।
জাগো-জাগো কুমারী গো মেল রাগ অলস আঁখি
ডুবু ডুবু ডুবু নিশুতি চাঁদ গাহে বনের পাখী।
কন্যা চাহে অবাক হয়ে জোয়ার আসে কূল ছাপায়ে
মালঞ্চে তার ফুলের ভারে ডাল পড়েছে নুয়ে!!

(গীতশেষে শ্যামলীর পুনঃ প্রবেশ)

১মা। রাজকন্যা গো, বণিককে নিয়ে ভয়ানক গোলমাল।

শীলা। কেন···কি হল?

১মা। বণিকের হাতে কি এক আংটী···তাই দেখে সিংহলের লোকেরা পাগল হয়ে গেছে—হাসছে, কাঁদছে, শাসাচ্ছে··· আবার কেউ কেউ ধেই ধেই করে লাফাচ্ছে!

শীলা। সে কিরে! তারপর—

১মা। তারপর বণিককে নিয়ে সবাই রাজসভার দিকে ছুটে গেল।

শীলা। রাজসভায়! কিছুই তো বুঝতে পার্চ্ছি না! বণিকের নাম?

১মা। শ্রীমন্ত—

শীলা। শ্রীমন্ত! হ্যাঁ শ্রীমন্তই বটে!

১মা। সখি, কারা যেন আসছে—

শীলা। চল সখি,—শীঘ্র প্রাসাদে চল—

[উভয়ের প্রস্থান।

(অন্যদিক হইতে কীর্ত্তিবাস ও কালুর প্রবেশ)

কালু। ক্যা! তুমি অত রাগ হইল্যা ক্যা বাবা?

কীর্ত্তি। রাগ হব না! আমি এটটু নাও ছাড়ছি···আর অমনি শ্রীমন্ত সদাগরেরে ধইর‍্যা লইয়া গেল! ষাট বচ্ছরইয়া বুড়া কীর্ত্তিবাস নাওতে ছেল না···কিন্তু তার জোয়ান মর্দ্দ পোলা···সেকি আড়াই স্যার চাইলের ভাত খায় না! দরকার হলি, ত্যাল পাকানো বাঁশের লাঠি ধইর‍্যা সে এহা কি দুই চার কুড়ি সিংহলীর তফাতে হঠাইতে পারে না! বাঙ্গালীর নাম ডুবাইলি—কীর্ত্তিবাস মাঝির মুহে তুই চুণকালী লেপলি—পোড়াকপাইল্যা!

কালু। বেহুদ্দা চইটো না বাবা! তুমি বিস্তাশে আইস্যা ক্যাবল মায়ের লইগ্যা এট্টা পানের বাটা কিনাই খালাস। ভিতর বাড়ীতে আর যারা আছেন তাগোর কথা ভাবলাই না! তাই কি আর করি···আমি সগ্‌গলের জন্যি একখান আবের কাহুই কিনতে নাও ছাইড়্যা পারে নামছিলাম, এমুন সময়—

কীর্ত্তি। সগ্‌গলের জন্যি একখান আবের কাহুই! আবের কাহুইতে চুল আছড়াইবে বুঝি?

কালু। চুল আউছড়াবে ক্যা! সগ্‌গলে খোপায় পরবি—

কীর্ত্তি। টেপীর মা, ক্ষান্ত, মোক্ষদা, আউলাকেশী সগ্‌গলে একখান চিরুণী খোপায় পরবি ক্যাম্বায়!

কালু। তুত্তর মোক্ষদা আউলাকেশীর! তাগো আউলাক্যাশে আগুন জ্বালাই! সগ্‌গলে মানে বাড়ীর আর সগ্‌গলে হবে কেন? একজন।

কীর্ত্তি। সগ্‌গলে মানে আর সগ্‌গলে হবে না! একজন! সে আবার কেডা?

কালু। এক আবের কাছুই কিস্যা কি মস্কিলেই পড়লাম গ্যাহেন তো মশায়! বুইড়্যা বাপেরে বুঝাই ক্যাম্বায় যে জোয়ান মদ্দ ছাইলার কাছে ভিতর বাড়ীথে কোন একজন থাকলেই সগ্‌গলে আছে বুইল্যা মনে হয়। আর কেডা একজন না থাকলে লোক জমাজম বাড়ীরেও ঘুঘু চড়ান শষ্য ক্ষ্যাতের মতন গ্যাহায়!

(ধনপতি শ্রেষ্ঠীর প্রবেশ)

ধন। ঘুঘু চড়ছে তবে! আমার ভিটেয় ঘুঘু চড়ছে! হাঃ হাঃ হাঃ—

কীর্ত্তি একি…এ কেডা?

ধন। চড়ুক—চড়ুক ঘুঘু—তবু মেয়ে দেবতা চণ্ডীর পায়ে আমি অঞ্জলি দিই নি—চণ্ডীকে পূজো করিনি—কর্ব্বও না!

কীর্ত্তি। চণ্ডীর উপর এত বিদ্বাষ! তয় কি—তয় কি—আপনি তুমি—

ধন। আমি—আমি খুনে। লোকে খুন করে কয়েদ হয়…আর আমি খুন করে খালাস পাই—তোমাদের চণ্ডীর দয়াতে নয়… শিবের আশীর্ব্বাদে…সিংহল কারাগার হতে বিশ বছরের বন্দী ধনপতি শ্রেষ্ঠী খুন করে খালাস পায়…হাঃ হাঃ হাঃ—

কালু অ্যাঁ! ধনপতি শ্রেষ্ঠী! তুমি কালীদয় ডুইব্যা মরছিলা… আবার বাচলা ক্যাম্বায়?

ধন। কালীদহ! ওঃ সর্ব্বনাশী চণ্ডী…সর্ব্বনাশী চণ্ডী ছলনা করে

কালীদহের জলে আমার সপ্তডিঙ্গা মধুকর ডুবিয়ে দিল··· রাক্ষসী চণ্ডী ! সর্ব্বনাশী চণ্ডী !

কীর্ত্তি। দোহাই কর্ত্তা, মা চণ্ডীরে বিদ্বেষ কইরো না। কালীদয় ডুইব্যা যাওয়া তোমার সেই সাত ডিঙ্গি মধুকর আবার ভাইস্যা ওঠছে।

ধন। অ্যাঁ···ভেসে উঠেছে !

কীর্ত্তি। হ, তোমার পোলা শ্রীমন্তের নৌবহরের লগে সেই সপ্তডিঙ্গী ওই ছ্যাহ রত্নমালার ঘাট আলো কইর্যা ভাসতেছে।

ধন। আমার মধুকর···আমার ময়ূরপঙ্খী···আর আমার ছেলে !

কীর্ত্তি। হঃ তোমার পোলা শ্রীমন্ত—

ধন। আমি হারাণো সপ্তডিঙ্গা পেয়েছি, পুত্রহীন আমি···সন্তান পেয়েছি, আমি আজ রাজরাজেশ্বর ! কি আনন্দ, কি আনন্দ···(হঠাৎ থামিয়া)—কেমন করে পেলাম !

কালু। কেন ? যেনার দয়ায় মনে করেন, আমিও আমার বাড়ীর মধ্যে সগ্‌গলেরে ফিরা পাব সেই মা মঙ্গল চণ্ডীর দয়াতেই—

ধন। খবর্দ্দার···জিভ উপড়ে টেনে নিয়ে আসব ! চণ্ডীর দয়া··· চণ্ডীর দয়া ! আমি সপ্তডিঙ্গা মধুকরে আগুন জ্বালিয়ে দেব, চণ্ডীর দয়ার দান ছেলেকে আমি খুন করবো···আবার পথের ভিখারী হব···কিন্তু নারী দেবতার দয়া হাত পেতে গ্রহণ কর্ব্ব না। [প্রস্থান।

কীর্ত্তি। ও কত্তা ! শোনেন···শোনেন— [প্রস্থান।

কালু। মাইয়্যা-দেবতার নাম শুনলিই ক্ষ্যেইপ্যা ওঠে·· এতো আইচ্ছা পাগল ! আরে, মাইয়্যা ছেইল্যা দেখলেই তো আমার তেনাগো মা মঙ্গল চণ্ডী বুইল্যা মনে হয় ! টিপ

কইর‍্যা মাটীতে কপাল ঠুইক্যা এট্‌টা পেন্নাম করতে ইচ্ছা হয়! হ্যাঁ, তয় বোচা নাক দেখলি মনডা এট্‌টু দুর্ব্বল হয় বটে! আমার কানুর সেই নথ দোলানো বোচা নাকের কথা মনে পইড়্যা যায়! ইস্‌, এটটা বচ্ছর পার হইল! কানু আমার এহোন হয়তো আরও ডাগোর হইছে। বাড়ীথে আমি নাই, বউ আমার একলা বইস্যা দামড়া বাছুরডারে গামলা ভইর‍্যা ফ্যান খাওয়াইতেছে; আর তার চোহের দিকে চাইয়া আমার জন্যে ঝরঝর কইর‍্যা চোহের জল ফেলতেছে! কি আর করবা বউ, যদ্দিন না ফিরে তদ্দিন দামড়াডারেই ফ্যান খাওয়াও…আর মাঝে মাঝে মা মঙ্গল চণ্ডীরে পান গুয়া দিয়া কইও…মা, আমার যে দামড়াডা দড়ী ছিড়্যা গেছে—সে জানি সাত রাজ্য চইড়্যা খাইয়া আবার ভালোয় ভালোয় খুটার কাছে ফিরা্যা আইসে।

২য় দৃশ্য

সিংহল রাজসভা

(শালিবাহন, মহাকাল, শ্রীমন্ত নাগরিকগণ প্রভৃতি)

শালি সত্য! ঐ অঙ্গুরীয় একমাত্র সিংহলের যুবরাজ কিম্বা রাজকন্যা ব্যতীত আর কেউ ধারণ করতে পারে না। বিদেশী যুবক, এ অঙ্গুরীয় তুমি পেলে কোথা হতে?

শ্রীমন্ত। গৌড়বঙ্গে উজানীর বিদ্যায়তন...সেই বিদ্যায়তনে আমায় এ অঙ্গুরীয় দিয়েছে রাধা।

১ম নাগ। কে সে রাধা...আমরা তাকে দেখব।

শালি। তোমরা ভেবে দেখ বন্ধুগণ, যুবকের উক্তি যদি সত্য হয়...সুদূর গৌড়বঙ্গের এক বালিকের হস্তে ছিল ঐ অঙ্গুরীয়! গৌড়-বঙ্গের সঙ্গে সিংহল রাজবংশের কোন সম্পর্ক নাই; সুতরাং সেই রাধাকে দিয়ে আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকতে পারে না।

১ম নাগ। কিন্তু ঐ অঙ্গুরীয়?

শালি। হ্যাঁ, অঙ্গুরীয়। তোমাদের...তোমাদের নিশ্চয় স্মরণ আছে, দক্ষিণ সিংহলেশ্বর মহারাজ অগ্নিধ্বজ গুপ্ত আততায়ীর হস্তে নিহত হয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস...গৌড়বঙ্গের কোন বণিক মহারাজকে নিহত করেছিল এবং রত্নলোভে তাঁর হস্তের রত্ন অঙ্গুরীয়টী খুলে নিয়েছিল। কালক্রমে সেই অঙ্গুরীয়ই বালিকা রাধার হস্তে—

১ম নাগ। কিন্তু সিংহল রাজকুমারী চন্দ্রসেনা—

শালি। চন্দ্রসেনা নেই—চন্দ্রসেনা কালীদহে নিমজ্জিতা...তার সঙ্গে ওই অঙ্গুরীয়ের কোন সম্পর্ক নেই—

(জনার্দ্দনের প্রবেশ)

জনা। মিথ্যা কথা—ও অঙ্গুরীয় চন্দ্রসেনার হস্তের অঙ্গুরীয়।

শ্রীমন্ত। জনার্দ্দন বাচস্পতি!

শালি। একি! তুমি—তুমি—

জনা। হাঃ হাঃ হাঃ! স্বপ্ন নয়...বিভীষিকা নয়...তোমার ইঙ্গিতে নিহত জনার্দ্দনের প্রেতাত্মাও নই! মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায়

আমি পুনর্জ্জীবিত রক্ত-মাংসের মানুষ জনার্দ্দন বাচস্পতি। সিংহলের নাগরিক বেষ্টিত এই সভাতলে তোমার বিরাট পৈশাচিক লীলার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করতে এসেছি।

শালি। স্তব্ধ হও ঔদ্ধত ব্রাহ্মণ! মহাকাল, একে কারাগারে নিয়ে যাও।

সকলে। না—না—আমরা এর কথা শুনব—এর কথা শুনব! বল ব্রাহ্মণ,—জান এ অঙ্গুরীয় কার?

জনা। রাজকন্যা চন্দ্রসেনার। ঐ অত্যাচারী শালিবাহনের চক্রান্তে রাজা অগ্নিধ্বজ নিহত হয়।

শালি। সাবধান—মিথ্যাবাদী,—

জনা। চন্দ্রসেনাকে শালিবাহন বিবাহ করতে চায় রাজকন্যা ওর কবল হতে মুক্তি পাবার জন্যে প্রাসাদ হতে পলায়ন করে' এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের গলে মাল্যদান করে। আমরা শালিবাহনের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হতে আত্মরক্ষার জন্য বনে বনে আত্মগোপন করে বেড়াই!

১ম নাগ। তারপর?

জনা। আমাদের শিশুকন্যা জন্মাল, নাম রাখলুম তার রাধা—

শ্রীমন্ত। অ্যাঁ! রাধা তবে সিংহল রাজকন্যা চন্দ্রসেনার দুহিতা! সিংহল-সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী!

শালি। বন্ধুগণ, এই সব উন্মাদের প্রলাপ শুনতে সিংহল রাজসভা প্রস্তুত নয়! এদের কারাগারে প্রেরণ করে আমি এই মুহূর্ত্তে সভা ভঙ্গ করব—

নাগ। না সে হবে না—ব্রাহ্মণের কথা শুনব। বল ব্রাহ্মণ, তারপর?

জনা। পত্নী চন্দ্রসেনা আর শিশুকন্যা রাধাকে নিয়ে শালিবাহনের

অত্যাচারে সিংহল ত্যাগ কচ্ছিলুম—কালীদহে নৌকাডুবি হ'ল—চন্দ্রসেনা মল—কিন্তু তার কন্যা রাধা এখনো জীবিতা !

১ম নাগ। সেই রাধাই দক্ষিণ সিংহলেশ্বরী !

সকলে। জয় দক্ষিণ সিংহলেশ্বরী রাধাদেবীর জয়—জয় দক্ষিণ সিংহলেশ্বরী রাধাদেবীর জয় !

শালি। রাধাদেবীর জয় ! সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী যদি সেই রাধাদেবী হন—তাঁকে এনে আপনারা সিংহাসনে অভিষিক্তা করুন—আমি স্বহস্তে··· সানন্দ চিত্তে আপনাদের মনোনীতা সেই রাধাদেবীর মস্তকে এই রাজমুকুট পরিয়ে দেব। কিন্তু দেখবেন বন্ধুগণ ! নিজের স্বদেশবাসীকে বিতাড়িত করে' বিদেশীর হাতে আপনাদের রাজশক্তি তুলে দেবেন না !

নাগ। বিদেশীর হস্তে !

শালি। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের প্রখর কূট চক্রান্ত ভেদ করা আপনাদের ন্যায় সরল প্রাণ সিংহলবাসীর পক্ষে সম্ভব নয় ! তাই বলছি, ওই ব্রাহ্মণের কন্যাকে সিংহাসন দান করবার পূর্ব্বে··· বেশ ভেবে বিচার করে দেখবেন...তিনি সত্যই সিংহল রাজকন্যা কি না !

নাগ। হুঁ—তা তো কর্ত্তেই হবে—

শালি। স্বীকার কর্চ্ছি···আমি আপনাদের ওপর অনেক অবিচার করেছি···হয়তো অনেক নির্য্যাতনও করেছি ! তবু—তবু আমি আপনাদেরই স্বদেশবাসী···এই সিংহলের মৃত্তিকায়—এই সিংহলের নদী জলে শস্য-সম্পদে আপনাদের সাথে সমভাবে পরিপুষ্ট হয়েছি ! এক দেশ-মাতৃকার সন্তান আমরা···

সহোদর ভ্রাতৃ তুল্য আমরা। এক সিংহলী ভাই যদি আর এক সিংহলী ভাইএর ওপর অবিচার করে···তা বলে তাকে গৃহ-বিতাড়িত করবেন আপনারা—সুদূর গৌড়বঙ্গের এক কূট-বুদ্ধি ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় !

শ্রীমন্ত। প্রতারিত হয়োনা নাগরিকগণ ! চতুর শালিবাহনের চাতুর্য্যে তোমরা প্রতারিত হয়ো না···শালিবাহনের যুক্তি শুনে—

শালি। না···আমার যুক্তি শুনবে কেন ? সিংহলবাসীগণ, তোমরা শোনো এই গৌড়বঙ্গের বণিক পুত্র শ্রীমন্তের যুক্তি ! আমি তোমাদের হিতার্থী নই ! হিতার্থী তোমাদের—ওই বিদেশী বণিক···যারা নাকি দিনের পর দিন সিংহল-লক্ষ্মীর রত্ন মাণিক্য শোষণ করে গৌড়বঙ্গকে পরিপুষ্ট কর্চ্ছে—

শ্রীমন্ত। বন্ধুগণ ! বণিক শোষণকারী নয় ··বণিক সর্ব্বদেশের ঐশ্বর্য্যের বাহক মাত্র। সিংহলের রত্ন-মাণিক্য নিয়েছি সত্য···কিন্তু তার পরিবর্ত্তে সোণার বাংলার শস্য সম্পদ কি তোমাদের দান করিনি ? ঝড় তুফান মাথায় নিয়ে বাংলার শস্য সম্পদ যদি বহন করে না আনতাম···তা'হলে কি রত্ন-মাণিক্য আর হীরা জহরৎ চর্ব্বণ করে সিংহলবাসীদের উদর পূর্ত্তি হত ? শোষণকারী বলেন তো, বাঙালী আর বিদেশে বাণিজ্য করবে না। দেশের মোটা ভাত ডালে বাঙ্গালী-জাত অনায়াসে বেঁচে থাকবে। কিন্তু আপনারা ! সোণার বাংলার শস্য-ভাণ্ডার আমরা যদি রুদ্ধ করে দিই···দেখবেন, সিংহল তো ছার·· অর্দ্ধ পৃথিবীর নর-নারী ক্ষুধার জ্বালায় শুকিয়ে মরবে !

নাগ। তা সত্য ! বাঙ্গালী শোষণ কচ্ছে না···পোষণ কচ্ছে !

রাজা শালিবাহন আমাদের ভুল বুঝিয়েছে—আমাদের প্রতারিত করেছে !

শ্রীমন্ত। প্রতারিত আপনারা চিরদিন ধরে হয়ে আসছেন ! কিন্তু আর নয় বন্ধুগণ, আপনাদের সুদিন সমাগত ! স্বয়ং দেবী চণ্ডীকা আপনাদের দুঃখ মোচনে সিংহলে অবতীর্ণা হচ্ছেন।

শালি ! দেবী চণ্ডীকা !

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ, তাঁর অপরূপ কমলে কামিনী মূর্ত্তি দেখেছি আমি···এই সিংহলের কালীদহে !—

শালি। কি সে কমলে কামিনী মূর্ত্তি !

শ্রীমন্ত। কামলুব্ধ··নারী নির্য্যাতনকারী তুমি ! কিন্তু তোমার সর্ব্ব দম্ভ চূর্ণ করবেন—কামিনীরূপিনী জগন্মাতা ! তাই কালীদহে দেখেছি কমল দলে আসীনা। লাবণ্যময়ী কামিনী ! মত্ত গজ তাকে আক্রমণ করতে এসেছিল—কিন্তু কামিনী তাকে দমন করে' এক হস্তে মুখ গহ্বরে নিক্ষেপ করছেন···আবার পরম করুণায় অন্য হস্তে মুক্তি দিচ্ছেন !

শালি। এই মূর্ত্তি দেখেছ তুমি সিংহলের কালীদহে !

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ, স্বচক্ষে দেখেছি এই মূর্ত্তি।

শালি। শোনো···শোনো নাগরিকগণ ! কালীদহের খরস্রোতে ভাসমান পদ্ম—তার ওপর নারীমূর্ত্তি—আর সেই নারী ভোজন কর্চ্ছে প্রমত্ত গজরাজকে ! হাঃ হাঃ হাঃ ! এই উন্মাদের বাক্যও তা হলে বিশ্বাস কর্ত্তে হবে আমাদের !

১ম নাগ। হাঃ হাঃ হাঃ ! এ বড় অদ্ভুত কথা ভাই ! পদ্মের ওপর মেয়েছেলে—আর হাতী ! হাঃ হাঃ হাঃ—

২য় না। তাদের ভারে পদ্ম ডুবছে না—

৩য় না। আর মেয়েছেলে হাতী গিলছে—

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ –

শ্রীমন্ত। বিশ্বাস কর বন্ধুগণ! আমি নিজ চক্ষে দেখেছি।

শালি। আমাদের সবাইকে দেখাতে পার?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ—পারি!

শালি। উত্তম! সে অসম্ভব যদি সম্ভব হয়—তা হলে বিশ্বাস কর্ব্ব তোমার কথা; এমন কি বিশ্বাস কর্ব্ব সেই রাধার কাহিনী! পার যদি দেখাতে সেই কমলে কামিনী···প্রতিজ্ঞা কচ্ছি তবে···অর্দ্ধ সিংহলের সিংহাসন দেব সেই রাধাকে এনে, অন্য অর্দ্ধে অভিষিক্ত করব তোমাকে···দান করব আমার একমাত্র দুহিতা শীলাবতীকে তোমারই হস্তে। আর না পার যদি দেখাতে সেই কমলে কামিনী···তা হলে তোমার আর ওই ব্রাহ্মণের প্রতারণার শাস্তি—

সকলে। মৃত্যু দণ্ড।

শ্রীমন্ত। উত্তম! চল বন্ধুগণ, কালীদহে! সত্য যদি জগজ্জননীর কৃপা লাভ করে থাকি···সত্য যদি সতী-সীমন্তিনী মাতার গর্ভে জন্ম লাভ করে থাকি—শ্রীমন্ত শ্রেষ্ঠীর কথা মিথ্যা হবেনা! সমস্ত সিংহলকে আমি কমলে কামিনী দর্শন করাবো। এসো—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য ;

(ব্রজরাণীর গীত)

বঁধূর বাঁশরী ডাক দিয়ে যায় ঐ কদম্ববন ছায়
আয়রে ব্যথিত আয়রে তাপিত পরাণ জুড়াবি আয়
হেথা শোক নাই হেথা জ্বালা নাই
প্রণয়ে হেথায় দহন নাই
নিতি নিধুবনে মধুরসে মাতে
রাস-রসিয়া বঁধু নাগর কানাই
ওরে আয় আয় নাগর কানাই।

(খুল্লনা ও রাধার প্রবেশ)

খুল্লনা। ও কে মা!

রাধা। ব্রজরাণী ; শ্যামল কিশোরের সেবিকা। পথে পথে গান গেয়ে বেড়ায়। আমায় মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে বলে, আমার জন্যে ওর বড় দুঃখ···বড় মায়া।

খুল্লনা। সেদিন মন্দির প্রাঙ্গণে তোমায় দেখে আমার প্রাণেও বড় মায়া বসেছিল মা! শ্রীমন্ত ঘরে নেই···প্রাণ খাঁ খাঁ করে··· চোখের জল কিছুতে বারণ মানাতে পারি না। তাই তোমার কাছে আমিও মাঝে মাঝে ছুটে আসি।

রাধা। তা—বেশ তো! তোমার যখন খুসী·· তুমি এসো মা! দুজনে মিলে আমরা শ্যামল কিশোরের কথা কইব!

খুল্লনা। শ্যামল কিশোরকে তুমি বড় ভালবাস না মা?

রাধা। হ্যাঁ—চেষ্টা করি ; কিন্তু জ্ঞানহীনা নারী·· আমার ভালবাসায় কত ত্রুটী · কত গ্লানি···কত না অপরাধ ! কে জানে, শ্যামল কিশোর আমার প্রেম পূজা গ্রহণ করেন কি না !

খুল্লনা। করেন বৈ কি মা ! সব ভুল ত্রুটী তুচ্ছ করে শুধু আন্তরিক সেবাটুকু গ্রহণ করেন বলেই দেবতা—দেবতা ; আর তা পারে না বলেই মানুষ—মানুষ। এই তো, মা মঙ্গল চণ্ডীর পূজায় আমার কত ত্রুটী থেকে যায় ! কিন্তু তা বলে মা কখনো আমার ওপর বিরূপ হবেন না ! আমার পূজার ফলে মা নিশ্চয় আমার স্বামী পুত্রকে নিরাপদে গৃহে ফিরিয়ে আনবেন !—

রাধা। মা—

খুল্লনা। আমার শ্রীমন্ত ঘরে আসবে···আমি তাকে বরণ করে নেব ; সঙ্গে থাক্‌বে লক্ষ্মীরূপা পুত্র বধূ—

রাধা। মা—মা !

খুল্লনা। জানো মা, সেই দৈবজ্ঞো বেদিনী এসেছিল···যে আমার সীমন্তে এই মঙ্গল সিন্দুর পরিয়ে দেছে ! সে বলে গেল, শ্রীমন্ত নাকি কমলে কামিনী দর্শন করেছে ! সিংহল রাজাকে যদি সেই মূর্ত্তি দেখাতে পারে···তা হলে সিংহলরাজ শ্রীমন্তকে কন্যা দান করবে—আর যদি না পারে—(রাধার হাতের পুষ্প-পাত্র পড়িয়া গেল) ওকি হল মা !

রাধা। হঠাৎ পড়ে গেল ! আমার ঠাকুরের পূজার ফুল পড়ে গেল !

খুল্লনা। কেন এ অমঙ্গল হ'ল ! তবে কি শ্রীমন্ত কমলে কামিনী দেখাতে পারবে না ! ঘাতকের খড়্গো শেষে প্রাণ দেবে ! না—না ! মা মঙ্গল চণ্ডী, আমি তোমাকে ষোড়শ উপচারে

পূজা দেব মা,—শ্রীমন্তের প্রতি প্রসন্ন হও···অভাগিনী খুল্লনার প্রতি মুখ তুলে চাও জননী !

[প্রস্থান।

রাধা। প্রসন্ন হও—প্রসন্ন হও শ্যামল কিশোর ! তোমার পূজার ফুল কেন পড়ে যায় প্রভু ! শ্রীমন্ত বাঁচুক—সিংহল রাজকন্যাকে নিয়ে সে সুখী হোক—তাতে তোমার আমার কি শ্যামল কিশোর ? তোমার উদ্দেশ্যে শপথ কর্চ্ছি প্রেমময়···তোমায় নিবেদিত এ প্রাণ···এ প্রাণের পাষাণ-ফলকে কোন মানুষের স্মৃতিকে আঁচড় কাটতে দেবনা। আমায় তোমার পাষাণ বিগ্রহের মত পাষাণ করে নাও—ওগো—ওই নিকষ কালো পাষাণের সঙ্গে মিলিয়ে নাও—

(গীত কণ্ঠে ব্রজরাণীর প্রবেশ)

রূপের পিয়াসী আয়, দেখে যাবি আয় আয়,
পাদনখ কোণে শত চাঁদ ছানা অমিয় বহিয়া যায়।
ওরে আয়, পরাণ জুড়াবি আয়।
অধরে ফুকারে বেণু লীলা-গোঠে নাচে ধেনু
উজান বহেরে যমুনায়,
শোভিতেছে কটী নব পীত ধটী
রসবতী আবিরে রাঙ্গায়
ওরে আয় ওরে আয় ওরে আয়
কালাচাঁদে রাঙা করি গোপী-প্রেম আবির শোভায়।

[গীতান্তে রাধার হাত ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

সিংহল মশান।

(নাগরিকগণ)

১ম না। পারল না। কমলে কামিনী দেখাতে পারল না! কত ডাকল…তবু কিছুতেই দেবী দর্শন দিলেন না!

২য় না। ও আমি আগেই জানতাম! কালীদহের স্রোতে ভাসবে কমল…তার ওপর কামিনী…আর সে খাচ্ছে হাতী! হাঃ হাঃ হাঃ—যেমন গ্যাঁজাখুরী গল্প বোলে ধাপ্পা দিতে এসেছিলে সোণার চাঁদ, নাও…এইবার তাল সামলাও! বিদেশ বিভূয়ে এই মশানে এসে প্রাণ দাও—

(শালিবাহন, শীলা, মহাকাল, জনার্দ্দন, শ্রীমন্ত প্রভৃতির প্রবেশ)

শালি। সিংহলবাসী বন্ধুগণ, তোমরা দেখলে যে কালীদহে কমলে কামিনী মূর্ত্তি নেই!

সকলে। না, নেই—

শালি। সুতরাং পূর্ব্ব সর্ত্ত অনুসারে, মিথ্যা প্রতারণার অভিযোগে শ্রীমন্ত ও এই ব্রাহ্মণকে আমরা বধ করব।

শ্রীমন্ত। আমায় বধ কর সিংহলেশ্বর, কিন্তু মিথ্যা প্রতারক বোলো না!

শালি। এখনো বলব তুমি সত্যবাদী!

শ্রীমন্ত। কমলে কামিনী দেখাতে পারিনি তোমাদের; কিন্তু এখনো বলছি—হ্যাঁ আমি দেখেছি—তোমরা না দেখ, আমি স্বচক্ষে দেখেছি সেই মূর্ত্তি। দেখাতে পারিনি—প্রাণ-দণ্ড দাও; তবু মুক্তকণ্ঠে বলব—খুল্লনা সতীর পুত্র শ্রীমন্ত কখনো মিথ্যা প্রতারণা করে না—কমলে কামিনী মূর্ত্তি সে দর্শন করেছে।

শালি। করুক দর্শন—তবু তার উক্তির সত্যতা যখন কিছুমাত্র প্রমাণিত হয়নি…তখন তাকে প্রাণ দিতে হবে—তার সঙ্গী ওই ব্রাহ্মণকেও প্রাণ দিতে হবে! প্রস্তুত হও বিদেশীয়গণ!

শ্রীমন্ত। তোমার বিচারে আমার যদি অপরাধ হয় তো সেজন্য আমি মরব…ব্রাহ্মণ কেন…?

শালি। পাপীর সঙ্গী পাপী; একের পাপে উভয়ের প্রাণ গ্রহণ। তুমি প্রধান অপরাধী…তাই তুমি আগে—তারপর ব্রাহ্মণ! প্রস্তুত হও—

শ্রীমন্ত। আমি প্রস্তুত—

শালি। ঘাতক—

শীলা। পিতা—পিতা,—

শালি। শীলা—!

শীলা। ওকে ক্ষমা কর বাবা!

শালি। ক্ষমা!

শীলা। তোমার পদতলে বসে কাতরে ভিক্ষা কর্চ্ছি—

শালি। শীলা,—এই মশানে সহস্র লোক চক্ষুর সম্মুখে এক তরুণ বিদেশী বণিকের জন্যে তোমার এ অহেতুক করুণা বড় বিচিত্র!

শীলা। পিতা,—

শালি। স্তব্ধ হও! নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে দেখ ওর প্রাণদণ্ড। না পার ··এ স্থান ত্যাগ কর! ঘাতক!

ধনপতি। (নেপথ্যে) মহারাজ—মহারাজ—

শালি। কে—

(ধনপতির প্রবেশ)

ধন। আমি! মুক্তি দিয়েছ…সেই আনন্দে নাচতে নাচতে মশানে এসেছি। এখানে এত মশাল কেন? বিয়ে হবে বুঝি…না! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

জনা। বন্ধু—বন্ধু—

ধন। বন্ধু! কে তুমি! ওঃ…জনার্দ্দনের প্রেতাত্মা!

শ্রীমন্ত। কে—কে এ বিকারগ্রস্ত স্থবির!

জনা। ধনপতি শ্রেষ্ঠী—

শ্রীমন্ত। ধনপতি শ্রেষ্ঠী! পিতা—পিতা—

সকলে। ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত!

ধন। আমার—আমার পুত্র! এমন সুন্দর, এমন নশ্বর-কান্তি বালক—এই আমার পুত্র! ওরে ভিখারী ধনপতির তপস্যার ধন, বুকে আয়…কত যুগ ধরে এ বুকে আগুণ জ্বলছে… বুকে আয়—

শ্রীমন্ত। পিতা—পিতা!

শালি। দাঁড়াও ধনপতি! ওকে বুকে নিতে পারবে না—

ধন। কেন! আমার পুত্র—

শালি। হোক পুত্র,—তবু কমলে কামিনী মূর্ত্তি দেখেছে বলে আমাদের প্রতারিত করেছে…তাই আজ হবে ওর প্রাণদণ্ড!

ধন। ওঃ—আচ্ছা…(ম্লানহাসি)…আমি যাই—যাই—

শ্রীমন্ত। পিতা!

ধন। নাঃ, সরে যা! ঐ ঘাতকের খড়্গ ঝকমক কচ্ছে…এখুনি লালে লাল হয়ে যাবে! হঠাৎ ঐ মুখখানি দেখে…ওর—ওর

ঐ "পিতা পিতা" বলে ডাকা শুনে·· চোখ ছাপিয়ে জল আসে কেন ? নাঃ, আমি পালাই···পালাই—

শীলা। শ্রেষ্ঠী ধনপতি ! তোমায় আমি পালাতে দেব না—

ধন। রাজকন্যা—

শীলা। তুমি আজীবন চণ্ডীর হিংসা করেছ ; শুধু তোমার প্রতি দেবীর আক্রোশেই শ্রীমন্ত কমলে কামিনী দেখাতে পারেনি। আমার মন বলছে, এই চরম মুহূর্ত্তে তুমি যদি শুধু একবার চণ্ডীর পায়ে ফুল দাও শ্রীমন্ত বাঁচবে—

ধন। শ্রীমন্ত বাঁচবে !

শীলা। হ্যাঁ, আমি পূজার ফুল এনেছিলুম···সে ফুল আমার আঁচলে বাঁধা···নাও অঞ্জলী দাও···এই শ্মশানে কালীদহের সৃষ্টি হবে—কমলে কামিনীর আবির্ভাব হবে—তোমার শ্রীমন্ত রক্ষা পাবে—

ধন। রক্ষা পাবে ! আমার পুত্র—আমার নয়নানন্দ সন্তান তা হলে রক্ষা পাবে !

শালি। আঃ ! উন্মাদের প্রলাপ শুনবার আমাদের অবকাশ নেই ! ঘাতক, এই দণ্ডে খড়্গাঘাত কর—

শ্রীমন্ত। এখনো অঞ্জলি দাও পিতা, নইলে জীবনের এই শেষ—

ধন। কেমন করে অঞ্জলি দেই—চণ্ডীর পায়ে কেমন করে—

শীলা। ঘাতক—ঘাতক,—

(খড়্গাঘাত। অন্ধকার। জলস্রোত)

শালি। এ কি ! ভূগর্ভ বিদীর্ণ হয়ে শ্রীমন্ত কোথায় গেল ! এ কি ! এ যে জলস্রোত ! ওরা জলের মধ্যে ডুবে গেল !

ধন। শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত জলে ডুবে গেল ! ওরে শ্রীমন্ত, আয় আয়···

আমার দর্প চূর্ণ হোক···আমি চণ্ডীর পায়ে অঞ্জলি দিচ্ছি··· ফিরে আয় শ্রীমন্ত, ফিরে আয়—

(জলমধ্যে শ্রীমন্তের উত্থান)

শ্রীমন্ত। পিতা—পিতা,—তোমার অঞ্জলিতে দেবী তৃপ্তা! আমি এই কমল দলে ভর করে তীরে আসছি! পশ্চাতে দিগন্ত-লেখায় তাকিয়ে দেখ সিংহলরাজ,—দেবীর কমলে কামিনী মূর্ত্তি।

(সমুদ্রবক্ষে কমলে কামিনী মূর্ত্তির আবির্ভাব)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(সিংহল সমুদ্রতীরে বিশ্রাম-কুঞ্জ)

নেপথ্যে যন্ত্র সঙ্গীত···শ্রীমন্ত ঘাটের উপরকার মঞ্চের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। যন্ত্র সঙ্গীত মৃদু হইতে ক্রমে মৃদুতর হইয়া শেষে থামিয়া গেল।

শ্রীমন্ত। তিন রাত্রি সময় নিয়েছি সিংহলেশ্বর শালিবাহনের কাছে; তিন রাত্রের শেষ রাত্রি আজ! কত ভাবলুম·· অবাধ্য মনের সঙ্গে কত দ্বন্দ্ব করলুম···কিন্তু কোনো সমাধান তো পেলাম না! সিংহল-রাজকন্যা শীলা আমায় ভালবাসে। রাজা শালিবাহন তাকে আমার হস্তে অর্পণ করতে চান! কিন্তু আমি কি তাকে গ্রহণ করতে পারি! রাধা জীবিতা থাকতে

আমি অন্য কোন নারীকে কেমন করে আমার জীবন-সঙ্গিনী করি! রাধা! রাধা! রাধা আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে—কিন্তু সে ছিল দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কন্যা রাধা; আর আজ সে হতে চলেছে দক্ষিণ সিংহলের অধিশ্বরী! সমস্যা…বিষম সমস্যা! অন্তর্য্যামী প্রেমের দেবতা, বলে দাও—আমি কি করব—আমি এখন কি করি!

(জনার্দ্দনের প্রবেশ)

জনা। শ্রীমন্ত!

শ্রীমন্ত। জনার্দ্দন বাচস্পতি! আপনি এখানে!

জনা। লুকিয়ে এলুম! তুমি এ প্রমোদ-গৃহ ত্যাগ করে আমার সঙ্গে পালিয়ে এসো শ্রীমন্ত!

শ্রীমন্ত। কোথায় যাব বাচস্পতি?

জনা। ভারতবর্ষে পালিয়ে যাবে—আমার মধুকর প্রস্তুত…শীঘ্র এসো।

শ্রীমন্ত। আপনার সঙ্গে পালিয়ে যাবো? তার অর্থ?

জনা। তার অর্থ তোমায় আমি এ ষড়যন্ত্রে বিজড়িত হতে দেব না।

শ্রীমন্ত। কিসের ষড়যন্ত্র?

জনা। ষড়যন্ত্র আমার কন্যাকে সিংহলের অধিকার হতে বঞ্চিত করবার…ষড়যন্ত্র আমার কন্যার একনিষ্ঠ প্রেমকে ব্যর্থ করবার…ষড়যন্ত্র এক পুষ্প-সুকোমলা বালিকাকে দলে পিষে পথের ধূলায় নিক্ষেপ করবার!

শ্রীমন্ত। ব্রাহ্মণ,—এসব কি বলছেন আপনি?

জনা। তোমার লজ্জা করে না যুবক,—সিংহলেশ্বর শালিবাহনের প্রদত্ত এই সমুদ্র-কূলের সুসজ্জিত গৃহে অবস্থান করতে?

টুকু গ্লানি বোধ হয় না তোমার পাপাচারী শালিবাহনের রাজভোগে উদর পূরণ করতে ?

শ্রীমন্ত। শালিবাহন আমার উপাস্য দেবী মা মঙ্গল চণ্ডীর পায়ে অঞ্জলী দিয়েছেন···সমগ্র সিংহলে চণ্ডী পূজার প্রচলন করেছেন··· আমার পিতার সঙ্গে মহারাজ শালিবাহন আজ বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ—

জনা। এবং আজ একটু পরেই বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হবেন বলে স-কন্যা ময়ূরপঙ্খী ভাসিয়ে এই প্রাসাদের দিকে আসছেন—কেমন ?

শ্রীমন্ত। শালিবাহন স-কন্যা আসছেন এখানে! আমি তো জানি না!

জনা। তুমি কিছুই জান না! অথচ রাজকন্যা বিবাহ করবে—রাজ জামাতা হবে—সেই আনন্দে অধীর হয়ে রাত্রি জাগরণ কর্চ্ছ—চঞ্চল উৎসুক নেত্রে সমুদ্রের পানে তাকিয়ে আছ! প্রতারক,—প্রবঞ্চক !—

শ্রীমন্ত। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! মিথ্যা উত্তেজিত হয়ে আমায় তিরস্কৃত করবেন না আপনি! সত্য বলছি, আমি প্রবঞ্চক নই। রাধাকে আমি একদিন যেচে গ্রহণ করতে চেয়েছিলুম··· আপনিই তাকে দেন নি—

জনা। আজ যদি নিজে দিই ?

শ্রীমন্ত। আপনি নিজে—

জনা। হ্যাঁ, শোন শ্রীমন্ত! শালিবাহন যত বড় ষড়যন্ত্রই করুক···তবু সে আমার রাধাকে দক্ষিণ সিংহলের সিংহাসন হতে কিছুতে বঞ্চিত করতে পারবে না। ঐ রাধা অনতিবিলম্বে হবে দক্ষিণ সিংহলেশ্বরী। দীন ব্রাহ্মণ-কন্যাকে ব্রহ্মচারিণী রাখতে

চেয়েছিলুম সত্য·· কিন্তু রাজ্যেশ্বরী রাধার আজ বিবাহের প্রয়োজন! সেই রাজ্যেশ্বরীকে বিবাহ করে প্রকৃতপক্ষে তুমিই হবে দক্ষিণ সিংহলের অধিশ্বর! ভেবে দেখ, রাধার সঙ্গে দান করতে চাইছি তোমায় কত বড় সম্পদ···কত বড় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ!

শ্রীমন্ত। আমায়···আমায় প্রলুব্ধ কর্চ্ছেন ব্রাহ্মণ!

জনা। সামান্য শ্রেষ্ঠীপুত্র তুমি! অর্দ্ধ সিংহলের সিংহাসন দিই যদি তোমায়—

শ্রীমন্ত। মার্জ্জনা করবেন···আমি আপনার দয়ার দান সে অধিকার চাই না—

জনা। চাও না? রাজ সিংহাসন তুমি চাও না?

শ্রীমন্ত। না—

জনা। কিন্তু সেই অধিকার লোভে শালিবাহন-কন্যাকে বিবাহ কর্ত্তে হৃষ্টচিত্তে স্বীকৃত হয়েছ?

শ্রীমন্ত। না, আমি তাতেও এখনো স্বীকৃত হইনি!

জনা। হওনি! (নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি) ঐ শালিবাহনের ময়ূরপঙ্খী হতে যন্ত্রসঙ্গীত উঠ্ছে···শালিবাহন আসছে কন্যা নিয়ে তোমায় জামাতৃপদে বরণ করতে·· এখনো বলছ তুমি এর কিছুই জান না! এ নীচবৃত্তি স্বার্থব্যবসায়ী শ্রেষ্ঠী পুত্রেরই উপযুক্ত কথা!

শ্রীমন্ত। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ—তোমার উদ্ধত রসনাকে এখনো সংযত কর!

জনা। রসনা সংযত করব—বল, রাধাকে বিবাহ কর্ব্বে!

শ্রীমন্ত। তোমার কন্যা রাধাকে? তাকে বিবাহ ত দূরে থাক—সে আজ হতে আমার কাছে মৃতা!

জনা। ঐ ঐ শালিবাহনের ময়ূরপঙ্খী দেখা দিয়েছে! আর অপেক্ষা নয়! এই তবে তোমার শেষ কথা শ্রীমন্ত?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ, শেষ কথা!

জনা। উত্তম, তা হলে শুনে রাখো শ্রীমন্ত, এই প্রত্যাখ্যান দ্বারা আমায় তুমি যে অপমান করলে·· সে অপমানের প্রতিশোধ নিতে জনার্দ্দন পণ্ডিতের কন্যা কখনো ভুলবে না!

[প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। বেশ! আমিও সাগ্রহে সেই শুভ দিনেরই প্রতীক্ষা কর্ব্ব।

(ময়ূরপঙ্খী ভিড়িল···নৌকায় শালিবাহন ও শীলা)

শালি। শ্রীমন্ত—

শ্রীমন্ত। সিংহলেশ্বর—

শালি। তিন রাত্র সম্পূর্ণ প্রায়···অন্তর আমার অধীর···সমস্ত রাত্রি সমুদ্রবক্ষে ময়ূরপঙ্খীতে বিচরণ করেছি···রাত্রি শেষে আর থাকতে না পেরে আকুল আগ্রহে উপস্থিত হলুম তোমার অভিমত জানতে!

শ্রীমন্ত। আমি স্বীকৃত সিংহলেশ্বর—

শালি। স্বীকৃত! শীলাকে বিবাহ কর্ব্বে তুমি!

শ্রীমন্ত। আপনি যদি দান করেন!

শালি। যদি দান করি! এই আশায়···এই উৎকণ্ঠায় যে সমস্ত রাজকীয় মর্য্যাদা বিস্মৃত হয়ে স-কন্যা তোমার দুয়ারে এসেছি শ্রীমন্ত! শীলা—শীলা—

শীলা। বাবা—

শালি। আয় মা,—দেবী মঙ্গলচণ্ডীর বর-পুত্র···ভাগ্যবান এই বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠীর হস্তে তোকে অর্পণ করে আমার সমস্ত কৃত পাপের

প্রায়শ্চিত্ত করি! কালই শুভলগ্নে বিবাহ শেষে শ্রীমন্তকে উত্তর সিংহলের সিংহাসনে অভিষিক্ত করে—

শ্রীমন্ত। আমায় ক্ষমা করবেন সিংহলেশ্বর, উত্তর সিংহলের সিংহাসন আপনারই থাক—আপনার কন্যাকে গ্রহণ করে আপনার আশীর্ব্বাদ-যৌতুক মাথায় তুলে নেব—রাজ্যের যৌতুক নয়!

শালি। শ্রীমন্ত!

শ্রীমন্ত। বিবাহান্তে আমরা কালই দেশে যাবো...এই অনুমতি দিন আপনি।

শালি। দেশে যাবে! কেন বৎস, সিংহল কি তোমার ভাল লাগছে না!

শ্রীমন্ত। ভাল লাগে না...সে কথা বলিনি মহারাজ! সমুদ্র-মেখলা এই স্বর্ণ-মণি-কুন্তলা দ্বীপের তুলনা নাই! তবু আমার মন পড়ে রয়েছে সেই সুদূর গৌড়বঙ্গের পানে! কত দীর্ঘদিন আমি বিদেশবাসী! দূর সমুদ্র পারে আমার জন্মভূমি আমায় আকর্ষণ কর্চ্ছে...আর...আর...আমার দুঃখিনী মা জননী খুল্লনা হয়ত মা কত ভাবছেন...হয়ত আমার আশা পথ চেয়ে কত অশ্রু-ধারা ফেলছেন! আমায় এবার বিদায় দিন মহারাজ! আমার জন্ম ভূমিকে ছেড়ে, আমার গর্ভধারিণী মাতাকে ছেড়ে, সিংহল সিংহাসন তো তুচ্ছ—সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্যও আমি ভোগ করতে চাইনা!—

শালি। বেশ, তবে তাই হবে। আমি যাই—আমার বৈবাহিক ধনপতি শ্রেষ্ঠীকে বিশ্রাম-কুঞ্জ হতে জাগরিত করি গে...তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে বিবাহ শেষে কবে আমরা গৌড়বঙ্গে যাত্রা কর্ব্ব তার লগ্ন নির্ণয় করিগে—

শ্রীমন্ত। আমরা! আপনি—আপনিও কি গৌড়বঙ্গে যাবেন মহারাজ?

শালি। হ্যাঁ, সপারিষদ যাত্রা করব—

শ্রীমন্ত। সপারিষদ!

শালি। আমার—আমার প্রয়োজন আছে। [প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। শীলা—

শীলা। প্রভু—

শ্রীমন্ত। তোমার পিতার কথার অর্থ?

শীলা। পিতা স্থির করেছেন—গৌড়বঙ্গ হতে রাধা দেবীকে ফিরিয়ে এনে উত্তর সিংহলের সিংহাসনে অভিষিক্ত করবেন।

শ্রীমন্ত। সত্য! রাধাকে তিনি নিজে উত্তর সিংহলের সিংহাসন দেবেন! কিন্তু বাচস্পতি—বাচস্পতি তবে আমায় কি বলে গেল! শীলা!

শীলা। প্রভু—

শ্রীমন্ত। আমি যে শুনেছিলাম—আর শুনেছিলাম কি···বোধ হয় নিজেও ভেবেছিলাম···তিনি রাধাকে—

শীলা। কি?

শ্রীমন্ত। শীলা—

শীলা। আমি জানি তুমি কি বলতে চাও—

শ্রীমন্ত। কি?

শীলা। ভেবেছিলে তিনি রাধাকে সমগ্র সিংহলের আধিপত্য দেবেন। তাই নয়?

শ্রীমন্ত। সমগ্র সিংহলের আধিপত্য! রাধাকে!

শীলা। দেখ, রত্নমালার ঘাটে তোমার ঐ উদার মুখশ্রী দেখে আমি প্রথম দিনই তোমার অন্তর জেনেছিলুম। বুঝেছিলুম, তুমি

সাম্রাজ্যের যৌতুকও অবহেলে উপেক্ষা করে,—শুধু আমার জন্যেই আমাকে গ্রহণ করবে। পিতাকে আমি বহু পূর্ব্বেই অনুরোধ করেছিলুম—শুধু দক্ষিণ সিংহল নয়···সমগ্র সিংহল রাজ্য সেই প্রবঞ্চিতা রাধা দেবীকে অর্পণ করতে!

শ্রীমন্ত। প্রবঞ্চিতা রাধা দেবী! প্রবঞ্চিতা রাধা দেবী!

শালিবাহন। (নেপথ্যে) শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত!

শীলা। পিতা—

(শালিবাহনের প্রবেশ)

শালি। শ্রীমন্ত! আমি এখানে পৌছুবার পূর্ব্বে কেউ তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল?

শ্রীমন্ত। জনার্দ্দন পণ্ডিত—

শালি। জনার্দ্দন! যা অনুমান করেছি···তাই!

শীলা। কি বাবা?

শালি। অভিরাম সঙ্গে এসেছিল!

শ্রীমন্ত। না! আর কেউ তো—

শালি। হ্যাঁ—আর একজনও ছিল; হয়তো জনার্দ্দন একা তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে—অভিরাম ধূর্ত্ত, সে অপেক্ষা কর্চ্ছিল প্রাসাদের বাইরে! দূর হতে আমি দেখেছি দুটী ছায়ামূর্ত্তি··· ঐ ঘাটে গিয়ে মধুকর খুলে তারা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে! কি···কি বলছিল জনার্দ্দন!

শ্রীমন্ত। উত্তেজিত ··ক্ষীপ্ত-প্রায় ব্রাহ্মণ বলছিল রাধার বিরুদ্ধে নাকি আমরা এক ষড়যন্ত্র—

শালি। হুঁ—বুঝেছি! জনার্দ্দনের সঙ্গী যে অভিরাম সে বিষয়ে আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। প্রতিহার রাজবংশধর ঐ

অভিরাম—অলক্ষ্য হতে হয়তো সেদিন তাম্রলিপির কাহিনী শুনেছিল—তাই সিংহাসন লোভে এবার সরলপ্রাণ ব্রাহ্মণকে সে প্রতারিত করতে চায়! তাম্রলিপি হস্তগত করে ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করতে চায়···হয়ত রাধাকেও—

শ্রীমন্ত। কি!

শালি। না, আর বাক্য ব্যয়ের সময় নেই! মহাকাল, দামামা নির্ঘোষে রাজকীয় নৌবহর এই মুহূর্ত্তে সম্মিলিত করো—

(ভেরী নিনাদ)

শীলা। ব্যাপার কি বাবা! নৌবহর সম্মিলিত কর্চ্ছ কেন?

শালি। ভারতবর্ষ যাত্রা করতে হবে—অভিরাম, জনার্দ্দন ভারতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে···যে করে হোক···আমাদের ভারতে পৌঁছিতে হবে। ব্রাহ্মণকে প্রতারিত করে রাজা অগ্নিধ্বজের তাম্রলিপি হস্তগত করবার পূর্ব্বেই অভিরামকে বন্দী করতে হবে। নইলে—

শ্রীমন্ত। নইলে?

শালি। জনার্দ্দন মরবে—সঙ্গে হয়তো রাধাও—

শ্রীমন্ত। সে কি!

শালি। আর কথা নয়···এসো, ভারতবর্ষগামী ঐ তরণী-বক্ষেই অনুষ্ঠিত হবে তোমাদের বিবাহ উৎসব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(উজানীর বিদ্যায়তনের কক্ষ)

অভিরাম ও শীলভদ্র

অভি। তাম্রলিপির সন্ধান পেয়েছ ?

শীল। পেয়েছি ; কথাচ্ছলে পণ্ডিত বললেন, এই বিদ্যায়তনের উত্তর প্রান্তে ভূগর্ভে এক গুপ্তগৃহ আছে···তাম্রলিপিখানিও সেখানে সযত্নে রক্ষিত—

অভি। তা যদি সত্য হয়, তাহলে শীলভদ্র, তুমি আমার মহা উপকার করলে !

শীল। প্রভু, সে তাম্রলিপির বিষয়ে আপনি এত কৌতূহলী কেন ! কিসের তাম্রলিপি ? তাতে কি কথা লিপিবদ্ধ আছে ?

অভি। কি কথা ! না, তেমন কিছু নয় ! গুপ্ত গৃহ একবার···কোথায় বল্‌লে—বিদ্যায়তনের উত্তর প্রান্তে—তাই নয় ?

শীল। হ্যাঁ। চলুন—আমি দেখিয়ে দেব।

অভি। তুমি—তুমি এখানেই থাক ! জনার্দ্দন পণ্ডিত আসবে তার কন্যা রাধাকে নিয়ে···বিশেষ গুরুতর একটী বিষয়ের মিমাংসা হবে আজ। তোমার দায়ীত্ব···পণ্ডিত এখানে এলে···আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তাদের ওপর লক্ষ্য রাখা। আমি যাই—সেই গুপ্ত গৃহটী একবার দেখে আসি !

[প্রস্থান।

শীল। হুঁ—এতদূর এসে আমাকেও আজ বিশ্বাস কর্ত্তে পাচ্ছে না ! অনুমানে বোধহয়, সেই তাম্রলিপিতে কি লেখা আছে তা আমাকে জানতে দিতে চায় না। তাম্রলিপি হস্তগত করে

জনার্দ্দন বাচস্পতির কোন ক্ষতি সাধন করবে না তো? সেই ব্রাহ্মণ যে আমার জীবনদাতা! পিতৃতুল্য!

জনা। (নেপথ্যে) রাধা, আমার কথা শোন রাধা—

শীল। জনার্দ্দন বাচস্পতি! (অন্তরালে অবস্থান)

(জনার্দ্দন ও রাধার প্রবেশ)

জনা। রাধা—রাধা—

রাধা। আমায় অন্যায় আদেশ কোরো না বাবা—

জনা। অন্যায় নয়! সিংহল হতে তোর মাকে নিয়ে যখন ভারতবর্ষে আসছিলুম—রাজা অগ্নিধ্বজের তাম্রলিপি সঙ্গে করে এনেছিলুম। তাতে লেখা আছে···দক্ষিণ সিংহলের সিংহাসন অগ্নিধ্বজ বংশীয় কিম্বা তার দৌহিত্র বংশীয় কোন কুমার বা কুমারী···অথবা সে বংশে কোনো পুত্র কন্যা না থাকলে—সিংহাসন পাবে সিংহলের প্রতিহার বংশীয় রাজপুত্র কিম্বা রাজকন্যা। এবার শালিবাহনের মুখে পরিচয় জেনে এলুম—সেই প্রতিহার বংশীয় কুমার ঐ অভিরাম!

রাধা। সিংহাসন তা হলে অভিরামই গ্রহণ করুক!

জনা। অভিরাম গ্রহণ করবে! মহারাজ অগ্নিধ্বজের দৌহিত্রী তুই··· তুই বর্ত্তমানে অভিরাম সিংহাসন পেতে পারে না! তার অধিকার—তোর অবর্ত্তমানে।

রাধা। বাবা, আমি তো সাংসারিক হিসাবে মৃতা···শ্যামল কিশোরের নিবেদিতা। সিংহাসনে আমার এতটুকু প্রয়োজন নেই—লোভও নেই। সুতরাং অভিরাম অনায়াসে এবার—

জনা। আঃ ছেলে-মানুষির সময় এ নয় রাধা! শালিবাহন আসছে নৌবহর সাজিয়ে তোকে বন্দিনী করতে। তার পূর্ব্বে আমি

চাই অভিরামের সঙ্গে তোকে বিবাহ দিতে। বিবাহ দিয়ে দক্ষিণ সিংহলের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করব; প্রতিদ্বন্দ্বীহীন পরিপূর্ণ অধিকার নিয়ে যখন সিংহলে ফিরবো…নাগরিকগণকে সেই তাম্রলিপি প্রদর্শন করব—আর সাধ্য কি শালিবাহনের যে শত্রুতা সাধন করে!

রাধা। বাবা—

জনা। দ্বিরুক্তি নয় রাধা, আজই রাত্রে তোকে অভিরামকে বিবাহ কর্ত্তে হবে—

রাধা। সে হয় না বাবা—

জনা। রাধা!

রাধা। আমায় ক্ষমা কর বাবা! তোমায় অধিক কি বলব? পাত্র-পূর্ণ বিষ এনে যদি আমায় তা পান কর্ত্তে বল…তোমার আদেশে হাসতে হাসতে পান করব! তবু অভিরামকে বিবাহ কর্ত্তে পারব না! না—কিছুতেই না—

জনা। অবাধ্য কন্যা! জানতে পারি--কেন…কিসের জন্যে তুমি অভিরামকে বিবাহ কর্ব্বে না? কোন বিষয়ে সে তোমার অনুপযুক্ত?

রাধা। বাবা, আমি তা বলিনি।

জনা। তা বলিনি! এ সমস্তের মূলে যে কে—সে আমার অজ্ঞাত নয়।

রাধা। কে—

জনা। কেন! শ্রীমন্ত শ্রেষ্ঠী—

রাধা। বাবা—

জনা। কিন্তু মনে রেখো, তোমার চিরকাম্য দেবতা সেই শ্রীমন্ত শ্রেষ্ঠী আজ শালিবাহনের জামাতা—

রাধা। শালিবাহনের জামাতা! কে! শ্রীমন্ত!

জনা। হ্যাঁ! রাজকন্যা শীলাকে বিবাহ করে সে তোমায় ভোলেনি কন্যা! তোমার জন্যেও সে এক প্রীতিময় বাণী প্রেরণ করেছে! শুনতে চাও তোমার দেবতা শ্রীমন্তের সেই মধুক্ষরা বাণী?

রাধা। শ্রীমন্ত আমায় ভোলেনি···এখনো সে আমায় মনে করে··· আমার কথা ভাবে বাবা, কি বলেছে শ্রীমন্ত আমায়?

জনা। বলেছে যে জনার্দ্দন বাচস্পতির কন্যা রাধা পৃথিবীতে বেঁচে থাকলেও—শ্রীমন্তের কাছে সে চির-মৃতা!

রাধা। ওঃ! শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত—

জনা। রাধা! এ কি হল? রাধা!

রাধা। না! কি ভুল আমার···শ্যামল কিশোরকে ডাকতে—শ্রীমন্তকে ডেকে ফেলি! ছিঃ ছিঃ, অপরাধ নিওনা শ্যামল-কিশোর, অপরাধ নিওনা পীতম! বড় জ্বালায় জ্বলি ঠাকুর, তাই ভুল করি! ওগো শ্যামল···ওগো মোহনীয়া বন্ধু···এ জ্বালার জগৎ হতে তুমি আমায় মুক্তি দাও···মুক্তি দাও—

[প্রস্থান।

জনা। রাধা···রাধা—

(শীলভদ্রের প্রবেশ)

শীল। আচার্য্য···

জনা। শীলভদ্র, সরে যাও···রাধাকে ধরে আনি···সরে যাও!

শীল। না, রাধাকে এ চক্রান্ত জালের মধ্যে আর টেনে আনবেন না আচার্য্য! তাকে নিয়ে শীঘ্র পালান···আপনার বিপদ আসন্ন।

জনা। তুমি কি বলছ···তুমি এ সব কি বলছ শীলভদ্র—

শীল। আমার বিশ্বাস...দুরাচার অভিরাম এক ভয়াবহ চক্রান্ত করেছে···হয়তো আপনাদের সর্ব্বনাশ হবে!

জনা। সে কি!

শীল। আপনি:পালান···রাধার কাছে যান!

অভি। (নেপথ্যে) শীলভদ্র···শীলভদ্র···

শীল। অভিরাম! পালান···ঐ পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে—

[জনার্দ্দনের প্রস্থান।

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। ও কে চলে গেল! জনার্দ্দন পণ্ডিত নয়!

শীল। হ্যাঁ—

অভি। ও কোথায় যায়! ধরে আনো—

শীল। পণ্ডিতকে ধরে এনে লাভ নেই, যা বলবার, পণ্ডিত তা বলে গেছে—

অভি। কি! রাধা আমায বিবাহ কর্ত্তে স্বীকৃত!

শীল। না।

অভি। না—

শীল। বিষ পান করতে স্বীকৃত···তবু আপনাকে বিবাহ কর্ত্তে নয়!

অভি। হুঁ! আচ্ছা! আমিও—

শীল। এখন আদেশ!

অভি। এই তাম্রলিপি আমার করায়ত্ত! বিবাহ কর্ত্তে যখন অস্বীকৃত··· রাজা অগ্নিধ্বজের একমাত্র দৌহিত্রী সেই রাধাকে আমি হত্যা করব, তারপর এই তাম্রলিপির অনুশাসন অনুযায়ী প্রতিহার বংশীয় যুবরাজ আমি—দক্ষিণ সিংহলের সিংহাসন

হবে আমার! চলো, শালিবাহন এসে রাধার স্বপক্ষে দাঁড়াবার পূর্ব্বেই তাকে আমরা—·

(দূতের প্রবেশ)

দূত। সিংহলেশ্বর শালিবাহন গৌড়বঙ্গে উপস্থিত—

[দূতের প্রস্থান।

অভি। অ্যাঁ! এসেছে! আর বিলম্ব নয়···চল শীলভদ্র···সেই শ্যামল-কিশোরের মন্দিরে আমরা অগ্নি প্রয়োগ করে জনার্দ্দন বাচস্পতি আর তার কন্যা রাধাকে ভস্মস্তূপে পরিণত করব।

(শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি···অভিরামের হাতের তাম্রলিপি পড়িয়া গেল)

ও কিসের শব্দ!

দূত। ধনপতি শ্রেষ্ঠীর পত্নী খুল্লনা মঙ্গল চণ্ডীর পায়ে অঞ্জলী দিচ্ছে! ওদের বরণ কচ্ছে—

অভি। মঙ্গলচণ্ডী! এখানেও মঙ্গলচণ্ডী!

তৃতীয় দৃশ্য

আকাশ পথ

(চণ্ডী ও পদ্মা)

(দূরে শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি)

চণ্ডী ওই মুহুর্মুহু শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে! খুল্লনা সতী তার স্বামী-পুত্রকে ফিরে পেল···রাজার ঐশ্বর্য্য ফিরে পেয়ে আমার অর্চ্চনা করছে! সেই সঙ্গে সমস্ত মর্ত্ত্যলোক আমার যশো-গানে মুখরিত হয়ে উঠেছে!

পদ্মা। আজ তোমার প্রাণে বড় আনন্দ! না দেবী?

চণ্ডী। সত্যিই পদ্মা—এমন আনন্দের অনুভূতি পূর্ব্বে কখনও হয়নি আমার! চণ্ডীপূজা-ব্যপদেশে নারী দেবতার পূজা প্রচলিত হল—মানুষ নারীকে জগজ্জননীর অংশ সম্ভূতা বলে জানল! আমি শাশ্বত নারীরূপে জননী-জায়া-দুহিতা ও ভগ্নীর মূর্ত্তিতে প্রতি গৃহে অবস্থান করি—নারীর পূজায় আমার পূজা—নারীর নিগ্রহে আমার নিগ্রহ! চণ্ডীপূজা উপলক্ষ্য করে এই পরম তথ্য আজ হতে জগতে প্রচারিত হল—আমি আনন্দিত···আমি পরিতৃপ্ত!

পদ্মা। তৃপ্তির উল্লাসে সমস্ত বিশ্বলোককে এমন করে ধন-ধান্য-ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ করে তুলেছ অভয়া! ওই রাঙ্গা পায়ে যে অঞ্জলি দিচ্ছে··· সেই সুরবাঞ্ছিত সম্পদের অধিকারী হচ্ছে! এত ঐশ্বর্য্য যে দিচ্ছ তোমার পূজারীদের—তারা যদি সম্পদ লাভ করে' আবার মদমত্ত হয়ে ওঠে—আবার নারী নির্য্যাতন আরম্ভ করে···তখন?

চণ্ডী। ভয় নাই পদ্মা! আমার কমলে কামিনী মূর্ত্তি আবার স্মরণ করিয়ে দেব তখন মদমত্ত অন্ধ জীবকে। চির-পবিত্রতা-স্বরূপ কমল দলে অধিষ্ঠিতা থেকে আবার দমন করব তখন পুরুষের বাসনারূপী প্রমত্ত কুঞ্জরকে। কমলে কামিনী মূর্ত্তি! কলির ঘোর নারী-নিগ্রহ পাপ হতে মুক্তির বাণী বহন করে আনবে আমার কমলে কামিনী মূর্ত্তি।

(শ্যামল-কিশোরের প্রবেশ)

শ্যামল। কমলে কামিনী মূর্ত্তি আমায় দেখাও অভয়া—

চণ্ডী। একি! শ্যামল-কিশোর, তুমি এখানে!

শ্যামল। হ্যাঁ মা,—সারা জগতকে তোর সেই অপরূপ কমলে কামিনী মূর্ত্তি দেখালি···আমায় একবারটী দেখাবি নে! দেখা মা, দেখা! বড় আশায় ছুটে এলুম উজানী মন্দিরের পূজা বেদী হতে—

চণ্ডী। উজানীর শ্যামল-কিশোর মন্দির হতে এসেছ শ্যামল!

শ্যামল। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সেই মন্দির—যেখানে জনার্দ্দন ঠাকুরের মেয়ে রাধাকে তুমি রেখে এসেছিলে! ভাল কথা মা! ওরা তো কেউ আসছে আগুণ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতে···আবার কেউ আসছে বাদ্য বাজিয়ে ঘটা করে রাধাকে সিংহলে নিয়ে যেতে; কিন্তু তুমি রেখে গেছ তাকে আমার কাছে। তোমায় না জানিয়ে মেয়েটাকে কি ছাড়তে পারি? মেয়েটা তো খালি কাঁদছে আর কাঁদছে;—ওদের সঙ্গে যাবে কি না কিম্বা আগুণে পুড়ে মরবে কি ব্যবস্থা করবে মেয়েটার বল?

চণ্ডী। বুঝেছি লীলাময়! ইচ্ছা মাত্রে আমার কমলে কামিনী মূর্ত্তি মনশ্চক্ষে দেখতে পাও···তবু সেই মূর্ত্তি দেখবার ছল করে কেন এসেছ এখানে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি—

শ্যামল। মা—

চণ্ডী। চণ্ডীপূজার প্রচলন উদ্দেশ্যে আমি শ্রীমন্তকে গ্রহণ করেছি। কিন্তু ওই রাধা···ওই রাধাকে শ্রীমন্তের প্রেমে বঞ্চিত করেছি···তাকে শুধু চোখের জলে ভাসিয়েছি! শ্যামল-কিশোর, তুমি রাধার ব্যর্থ জীবনের ভার গ্রহণ কর!

শ্যামল। আমি!

চণ্ডী। হ্যাঁ, তুমি···শুধু তুমিই পার রাধাকে পরিপূর্ণ সার্থকতা দিতে। মানুষের প্রেমে সে ব্যর্থ হয়েছে; হোক ব্যর্থ···

তবু পবিত্র—তবু পুষ্পের মত অম্লান সেই তার ব্যর্থ প্রেম। ওগো চির প্রেমস্বরূপ ব্রজবল্লভ,—তুমি যদি তাকে গ্রহণ না কর···তবে কে গ্রহণ করবে!

শ্যামল। তাই তো! বড় ভাবনায় ফেললে যে! ব্রজধামে বৃষভানু-কন্যা রাধার জন্যে কত ভাবিত হয়েছি···তার প্রেমের বোঝা বইতে গিয়ে···কত কুৎসা—কত কলঙ্ক-লেখা চন্দন লেখার মত ললাটে পরেছি! আজ আবার উজানীতে আর এক রাধার ব্যর্থ প্রেমের বোঝা বইতে হবে!

চণ্ডী। শ্যামল-কিশোর ননী চোরা! দধি মাখনের বাঁক আর প্রেমের বোঝা বহন করাই যে তোমার বেসাতী—

শ্যামল। তা মিছে বলনি! আচ্ছা, দেখি কি করতে পারি! সত্যি কথা বলতে কি মা, ননী চুরী আর মেয়েদের মন চুরী ও দুই-ই আমি ভালবাসি। এ যুগের মেয়েরা ননী-মাখন তোলে না; তাই ননী চুরীর সুবিধেও নেই। ননী চুরী করতে না পাই··· ফাঁক বুঝে এক আধ-জনার যদি মনচুরী করতে পারি···সেই নন্দলালার পরম লাভ!

চতুর্থ দৃশ্য

শ্যামল-কিশোর মন্দির। রুদ্ধদ্বার ; প্রাঙ্গণে জনার্দ্দন···চারিদিকে অগ্নিরাগ—

জনা। রাধা—রাধা,—কথা কও, দ্বার খোল কন্যা—

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। বাচস্পতি ঠাকুর,—বাচস্পতি—

জনা। কে!

পুরো। আমি মন্দিরের পুরোহিত।

জনা। পুরোহিত! চতুর্দ্দিকে এ অগ্নিরাগ কেন?

পুরো। সিংহলী-দস্যু অভিরাম মন্দিরে ঢুকতে এসেছিল; আমি যেই মন্দিরের সিংহদ্বার বন্ধ করে দিয়েছি···এখানে ঢুকতে না পেরে চারিদিকে অগ্নিসংযোগ করেছে। এখনো সময় আছে···আসুন, আমরা পশ্চাৎ-দ্বার দিয়ে পলায়নের চেষ্টা করি।

জনা। কিন্তু রাধা দুয়ার খোলে না কেন—রুদ্ধগৃহে বসে ও নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করতে চায় কেন! রাধা! দুয়ার খোল মা,—কথা শোন—এখনো দুয়ার খুলে দে! রাধা—রাধা—

পুরো। ঐ—ঐ শুনুন অগ্নিশিখার ভয়াবহ গর্জ্জন! আর বিলম্ব করলে এক প্রাণীও রক্ষা পাব না—আসুন, রাধা না যায় আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

জনা। রাধাকে ফেলে কেমন করে যাবো! আমার সোনার প্রতিমাকে অগ্নিসাগরে বিসর্জ্জন দিয়ে আমি যেতে পারবো না—পারবো না—

পুরো। আপনি কন্যা-স্নেহে উন্মাদ! আমি যাই···নিজের জীবন বাঁচাই। [প্রস্থান।

জনা। হ্যাঁ, আমি উন্মাদ! সত্যই আমি উন্মাদ! উন্মাদ না হলে শালিবাহনকে পরিত্যাগ করে নীচবৃত্তি অভিরামের প্রতারণায় এমন ভাবে নিজের সর্ব্বনাশ করি! বুদ্ধি দোষে নিজে পুড়ে মলুম—আমার রাধাকে শুদ্ধ পুড়িয়ে মারলুম। রাধা,—রাধা, অভাগিনী কন্যা আমার—

(দ্বার খুলিয়া রাধার প্রবেশ)

রাধা। কে ডাকল! আমায় কে ডাকল—

জনা। রাধা!

রাধা। চুপ! বলতে পারো—কে আমায় আকুল হয়ে রাধা রাধা বলে ডাকছে!

জনা। ওরে,—আমি—আমি ডেকেছি।

রাধা। না—তুমি নও—তুমি নও—শ্যামল-কিশোর বুঝি আমায় হাত ছানি দিয়ে ডাকছে!

জনা। রাধা!

রাধা। আমি আরতি কর্ব্ব···শ্যামল কিশোরের আরতি করব! ধূপ···ধূপ···আরতির পঞ্চ প্রদীপ!

জনা। দাঁড়া মা, অভিরাম মন্দির প্রবেশের চেষ্টা কর্চ্ছে···সে যদি তোকে দেখতে পায়···না—না, তুই বোস্ মা, আমি নিজে গিয়ে তোর আরতির আয়োজন করে আনছি!

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে—জয় মহারাজ শালিবাহনের জয়,
জয় শ্রীমন্ত শ্রেষ্ঠীর জয়)

রাধা। শ্রীমন্তের জয়ধ্বনি! তবে কি শ্রীমন্ত আসছে এখানে? শ্যামল কিশোর, আমি কি ওকে একটীবারও দেখব না ঠাকুর! একবার চাইলেও কি পাপ হবে আমার! ওগো বলে দাও··· বলে দাও—

(সোপানে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।···সহসা মন্দির মধ্য হইতে বড় করুণ বাঁশী বাজিয়া উঠিল।··· রাধা উৎকর্ণ হইয়া শুনিল; তারপর উঠিয়া বসিল)

বারণ কর তো মন বাঁধব আমি···চলো শ্রীমন্ত আসবার আগে···আমরা এ দেশ ছেড়ে চলে যাই···দূরে···অনেক দূরে।

(বিগ্রহের পশ্চাতে শ্যামল-কিশোরের আবির্ভাব)

শ্যামল। তাই চলো রাধা,—মানুষের ভালবাসার জগতে বড় দুঃখ··· বড় জ্বালা! তোমায় আমি আমার বুকে টেনে নেব! শ্যামল কিশোরের পাষাণ বুকে রাধা-তনু বিলীন করে নেব! এই মন্দিরের শ্যামল-কিশোর···তোমায় পেয়ে···আজ হতে হবে রাধা মাধব—রাধা মাধব! [অন্তর্দ্ধান।

রাধা। ঠাকুর—ঠাকুর,—একি···দেখা দিয়ে কোথায় লুকালে! (নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি ও জয়ধ্বনি) ওই জয়ধ্বনি বড় কাছে! শ্রীমন্ত বুঝি মন্দির দ্বারে! আর নয়···শ্যামল-কিশোর···শ্যামল কিশোর,—চলো···আমরা পালাই!

[বিগ্রহ বুকে ধরিয়া ছুটিয়া প্রস্থান।

(জনার্দ্দনের প্রবেশ)

জনা। রাধা, রাধা, কোথায় যাস মা···ওদিকে যে অগ্নিকুণ্ড! দাঁড়া মা—দাঁড়া— [ছুটিয়া প্রস্থান।

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। পালাতে পাল্লু’ম না! শ্রীমন্ত-শালিবাহনের সৈন্য মন্দিরের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত এসেছে; অভিরাম তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্চ্ছে। চারিদিকে অস্ত্রের ঝণ-ঝণা—এ সময়ে এই মন্দিরে—একি! কি আশ্চর্য্য! মন্দির শূন্য! কোথায় শ্যামল-কিশোর! রাধাই বা কোথায়! রাধা! রাধা—

(সসৈন্য অভিরামের প্রবেশ)

অভি। কোথায় রাধা! কোথায় রাধা!

পুরো। অভিরাম!

অভি। যদি বাঁচতে চাও…শীঘ্র বল…কোথায় পালিয়েছে রাধা!

(রাধামাধব বিগ্রহ কোলে জনার্দ্দনের প্রবেশ)

জনা। পেয়েছি—পেয়েছি তাকে—পাষাণী পালিয়ে যাচ্ছিল…বুকে তুলে নিয়ে এসেছি—

অভি। জনার্দ্দন! তোমার বুকে একি?

জনা। কেন এই তো আমার…একি…এযে পাথর!

পুরো। রাধামাধব বিগ্রহ!

জনা। রাধামাধব! তাই তো…তবে—

অভি। শীঘ্র বল…রাধা কোথায়! শ্রীমন্ত মন্দির প্রবেশের পূর্ব্বে তাকে বন্দিনী কর্ত্তে হবে! বল ব্রাহ্মণ, কোথায় রাধা?

জনা। অভিমানিনী রাধা ওই অগ্নিশিখার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল… প্রলয় রাক্ষসী দুই হাত মেলে তাকে গ্রাস করতে চাইল। আমি দিলাম না—জোর করে তাকে টেনে তুলে বুকে করে ছুটে এলাম। কিন্তু এসে দেখি…এতো সে নয়—এ যে

এক পাথরের বিগ্রহ···পাথরের বিগ্রহ! রাধা আমার পাথর হয়ে গেল!

অভি। রাধা পাথর হয়ে গেছে! আমায় প্রবঞ্চনা কর্ব্বে? দাও··· রাধাকে না পাই···ওই পাথরকেই চূর্ণ করব···দাও—

জনা। না—আমি দেব না···দেব না—

অভি। ওমা, তোকে কেড়ে নেয়···কেমন করে ধরে রাখি! মা···মা!

(চণ্ডীর প্রবেশ)

চণ্ডী। দাঁড়াও!

অভি। কে!

চণ্ডী। শ্রীমন্ত শালিবাহন এসে পড়ল···পালাও শিগগির!

অভি। পালাব! কিন্তু আগে ঐ পুতুল—

চণ্ডী। পুতুল নয়···রাধা শ্যামল-কিশোর-অঙ্গে মিলিত হয়েছে। যাও ব্রাহ্মণ, রাধামাধব বিগ্রহ মন্দিরে প্রতীষ্ঠা কর—

[জনার্দ্দন মন্দিরে গেল।

অভি। না, সে হবে না! রাধা যদি সত্যই পাথর হয়ে থাকে···ও পাথর আমি ভাঙ্গব। সৈন্যগণ, অগ্রসর হও—

চণ্ডী। সাবধান···এখনো বলছি···সাবধান।

অভি। ধরো—ধরো—অবলা রমণীকে কিসের ভয়?

চণ্ডী। অপেক্ষ পামর!

অবলা রমণী আমি! অবলা রমণী!

স্পর্দ্ধা তব···নির্য্যাতিতা করিয়া আমারে—

কেড়ে লবে বিগ্রহ স্বরূপ ঐ শ্রীরাধা মাধবে!

আরে ক্ষুদ্র কীট অনুকীট,—

তুই ছার জীব!

কালীদহে মত্ত মাতঙ্গেরে—
ক্রীড়া পুত্তলিকা সম তুলি' অবহেলে
করিল যে সবলে দমন—
এ অবলা সেই সে জগত-মাতা রাখিস্ স্মরণ!
চেয়ে দেখ···দেখ চেয়ে আদ্যাশক্তি মহেশ ভামিনী,
দৈত্য বধে যুগে যুগে সেজেছি রুদ্রাণী!
দশভুজে ধরি দৃপ্ত দশ প্রহরণ---
করিয়াছি তোমা হতে বলীয়ান কত শত মহিষে মর্দ্দন!
নারী-নির্য্যাতনে সাধ! নারী-নির্য্যাতন!
আয় আয় ওরে দুরাচার,—
মন্দির সোপানে আয় বুঝিব বিক্রম!

(খড়্গ ধরিয়া রুদ্রাণী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইলেন, ভীত অভিরাম পদতলে লুটাইয়া পড়িল; শ্রীমন্ত, শালিবাহন প্রভৃতি ছুটিয়া আসিল)

শ্রীমন্ত। রক্ষা কর···রক্ষা কর জননী চণ্ডিকে! রুদ্রমূর্ত্তি পরিহর···
তৃপ্ত হও বিশ্বমাতা—সর্ব্বার্থ-সাধিকে!

যবনিকা